জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অসভ্যতা

গ্রেফতারের পর অভিযুক্তদের কোর্টে হাজিরার সময় ডিম, টমেটো, গোবর ছোঁড়ার সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। ঘটনাগুলি ঘটছে পুলিশ ও বাহিনীর সামনে অর্থাৎ মদতে। সাজানো চিত্রনাট্য। বিজেপির নেতৃত্বে রাজনৈতিক অসভ্যতা

পাহাড়ে বর্ষা

উত্তরবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ। এর জেরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ১২ জুন। পশ্চিমের জেলায় অস্বস্তি বজায় থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা

বড় বড় ভাষণই সার, সরকারি পোষিত কর্মীদের ডিএ অধরা

সিআইডিকে সময় চেয়ে চিঠি ই-মেইল করলেন অভিষেক

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৯ ● ১০ জুন, ২০২৬ ● ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 9 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 10 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

দিল্লিতে বৈঠকে নেত্রী, কালীঘাটে সিআইডির প্রতিহিংসার তল্লাশি

প্রতিবেদন : প্রতিহিংসার রাজনীতি কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছে বিজেপি! এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে দলীয় দফতরে তল্লাশিতে এল সিআইডি। তাও তিনি যখন বাড়িতে নেই! প্রাথমিকভাবে এই টিমকে আটকানোর চেষ্টা করেন

শূন্য সিআইডির সিজার লিস্ট

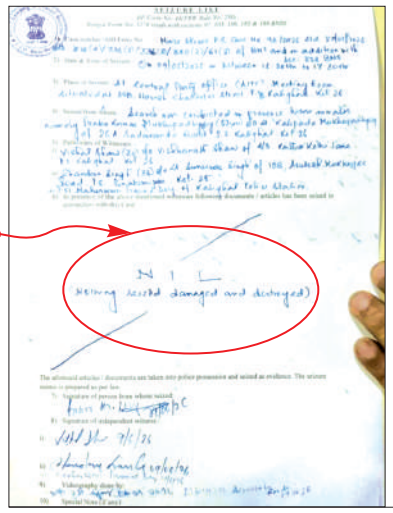

মিলন না কিছুই। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে সিআইডি। মঙ্গলবার।

তৃণমূল নেতা শুভাশিস চক্রবর্তী। তা সত্ত্বেও গায়ের জোরে পার্টি অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেন আধিকারিকরা। মঙ্গলবার দুপুরে তল্লাশি-অভিযান চালানো হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও। এদিন বিকেলে খবর পেয়েই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে তৃণমূলের সেন্ট্রাল অফিসে ছুটে যান সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষ। প্রথমে তাঁদের ঢুকতে বাধা দিলেও পরে সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণকে নেত্রীর বাড়িতে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হয়। সিআইডি-কে আক্রমণ শানিয়ে কল্যাণ সাফ বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ শুভেন্দু অধিকারী! বিজেপির সরকার পুলিশ-সিআইডিকে দিয়ে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপদস্থ করতে, তাঁর ভাবমূর্তি (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মিতালি

তোমার বাতায়নে চির আলো
তোমার রূপে অরুণকিরণলিখা
তন্দ্রায় তোমার অমৃতসমীরণ
তুমি ছিলে, তুমি আছো জীবন-মরণ।

পথ পানে তুমি জ্বালাও দীপালি
মঞ্জীরতার গুঞ্জরে তুমি পাতাও মিতালি
সংগ্রামে তুমি কাজ করো নির্ঝর কল্লোলে
ত্যাগ-শোক-বিরহভজন রক্তের হিল্লোলে।

পাবে তুমি ছায়া পাবে তুমি মায়া
পাবে তুমি তৃষ্ণার জল
দুঃখের আশা আঁকতে গিয়ে
চলো হৃদয়মাঝে শতদল দিয়ে

সাহস থাকলে জোড়াফুল ছেড়ে লড়াই করুন

গদ্দারদের চ্যালেঞ্জ জানালেন কল্যাণ-কীর্তি

প্রতিবেদন : নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দয়ায় জোড়াফুলের প্রতীকে জিতে তৃণমূল বিধায়ক। অথচ সুযোগ বুঝে পালটি! বিজেপির হাতে তামুক-খাওয়া এই মিরজাফরদের ধুয়ে দিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কীর্তি আজাদকে পাশে নিয়ে সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কল্যাণ বলেন, আগে তৃণমূলের প্রতীক ছাড়ুন তারপর কথা বলুন। সেইসঙ্গে তাঁর হুঙ্কার— ২০২৯-এ কে কোথায় থাকেন দেখব!

ইউসুফ পাঠান, সাজদা আহমেদ, আবু তাহের, খলিলুর রহমানদের নিশানা করে তিনি বলেন, আবু তাহের, খলিলুর রহমান তোমার নেতা কিন্তু নরেন্দ্র মোদি। মনে রেখো।

তাঁর সংযোজন, নীতিগত দিক থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সুখেন্দুশেখর রায়ের প্রশংসা করি। কারণ তিনি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এসএস রায়ের মতো লোকসভার সাংসদরাও কেন পদত্যাগ করছেন না? যদি তাঁদের কাছে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা থাকে, তবে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না কেন? কারণ বিজেপি তাঁদের নেবে না। আলাদা ব্লক বলে কিছু হয় না। (এরপর ৬ পাতায়)

চক্রান্ত! বিজেপি আটকে দিয়েছিল আমূল কারখানা

প্রতিবেদন : চক্রান্ত, মিথ্যাচার, প্রতিহিংসার রাজনীতি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের নামে যেসব প্রকল্প শুরুর কথা বলছেন, তার অধিকাংশই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে শুরু হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের নেতৃত্বে উন্নয়ন বন্ধ করে দিতেই গুজরাতের আমূল কারখানার ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্পটি শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে গিয়েছে মোদি-অমিত শাহর সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বের কারণে। আর একবার প্রমাণিত হল বাংলার উন্নয়ন বিজেপির আসল কথা নয়। মূল উদ্দেশ্য হল বিরোধী শক্তির উন্নয়নকে থামাতে সমস্তরকম চক্রান্ত করেছে বিজেপি।

গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। তার দু'দিন আগেই বিজিবিএস শেষ হয়েছিল। সেই শিল্প সম্মেলন থেকেই বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। ৬০০ কোটির প্রকল্প। হত হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে। কিন্তু তারপরেই আসল চক্রান্ত। (এরপর ৭ পাতায়)

বিজিবিএসে মউ স্বাক্ষর ■ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিকল্পনা

৬০০ কোটি লগ্নি, কাজ শুরু
বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানার

Bengal means Business

বাংলা থেকে রাজধানী, নানা বিষয়ে কথা

নেত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে দীর্ঘ বৈঠক করলেন সোনিয়া

প্রতিবেদন : সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে একান্তে বৈঠক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন রাহুল গান্ধীও। মঙ্গলবার বিকেল ৪টেয় এই বৈঠক শুরু হয়। দীর্ঘ সময়ের এই বৈঠকে রাজ্যের নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি সহ আগামী দিনের পথচলা নিয়ে আলোচনা হয়। যদিও এই বৈঠক নিয়ে কোনও পক্ষই এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি। তবে আগামী দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের বিষয়টি নিয়ে যেমন কথা হয়, পাশাপাশি রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য কেন্দ্রের শাসক দলের অর্থ এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের বিষয়টিও উঠে আসে। মঙ্গলবারের এই বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ছিল প্রবল উৎসাহ।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 June, 2026 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

৩২৩ খ্রি.পূ. আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট

(খ্রি.পূ. ৩৫৬-খ্রি.পূ. ৩২৩) সম্ভবত এদিন ব্যাবিলনে প্রয়াত হন। অনেকের অনুমান, পরের দিন, অর্থাৎ ১১ জুন তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্যতম সফল সেনানায়ক। কেউ বলেন অতিরিক্ত মদ্যপানের পর তাঁর জ্বর হয়েছিল। ১৪ দিন জ্বরে ভুগে মারা যান তিনি। অবশ্য অনেকেই জ্বরের কথা বলেন না। আবার অনেকের অভিমত, বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে মেরে ফেলা হয়। 'পৃথিবীর শেষপ্রান্তে' পৌঁছনোর তাগিদে আলেকজান্ডার ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারত অভিযান শুরু করেন, কিন্তু সেনাদের দাবি মেনে তিনি অভিযান অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

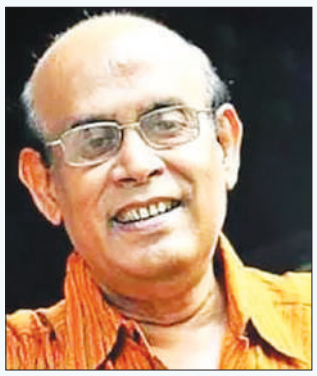

২০২১ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

(১৯৪৪-২০২১) এদিন প্রয়াত হন। কবি এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলিতেও কবিতার ছোঁয়া ছিল। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি ছবি হল 'বাঘবাহাদুর', 'তাহাদের কথা', 'চরাচর' ও 'উত্তরা'।

১৯৪০ বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালি ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয় ইতালি।

১৮৯০ এদিন থেকে ব্রিটিশ সরকারের সৌজন্যে ভারতে রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। এর আগে দীর্ঘ ৭ বছর এই দাবিতে আন্দোলন করেন নারায়ণ মেঘাজি লোখান্দে। তিনি ছিলেন একটি কারখানার শ্রমিক।

২০১৯ গিরিশ কারনাড

(১৯১৮-২০১৯) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, অনুবাদক, চিত্রনাট্যকার ও লেখক। তিনি ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার পুরস্কার, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ছাড়াও সাহিত্যিকদের জন্য প্রদত্ত ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও লাভ করেন।

১৯৮৬ লর্ডসের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয় ভারতের। সফরকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন কপিলদেব। পাঁচ উইকেটে জেতে ভারত। লর্ডসের মাঠে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের দ্বিতীয় জয় প্রায় ৩৮ বছর পর। সেবার ইংল্যান্ডকে ৯৫ রানে হারায় ভারত। নেতৃত্বে ছিলেন ধোনি।

১৭৫২ আজকের দিনে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ির সাহায্যে বজ্র থেকে বিদ্যুৎ আহরণে সমর্থ হন। সেদিন আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। প্রকাণ্ড এক ঘুড়ি নিয়ে সপুত্র বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছুটলেন মাঠের দিকে। ঘুড়িটি উড়িয়ে দিলেন দূর আকাশে। কিছুক্ষণ বাদেই শোনা গেল গুরু গুরু স্বরে মেঘের গর্জন। শুরু হল বৃষ্টি ও বিদ্যুতের চমক। ঘুড়ির রেশমি সুতোয় বাঁধা তামার চাবিটিতে হাত দিতেই মাটিতে ছিটকে পড়লেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। এভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাকৃতিক বিদ্যুতের সঙ্গে ঘরের বিদ্যুতের কোনও গঠনগত তফাত নেই।

৯ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫২৬৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৩৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪৭৮৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.১৩	৯৩.৪৪
ইউরো	১১১.৪৭	১০৮.১০
পাউন্ড	১২৮.৮৯	১২৫.২১

নজরকাড়া ইনস্টা

শ্রীনন্দা শংকর, সঙ্গে ঊষা উত্থুপ

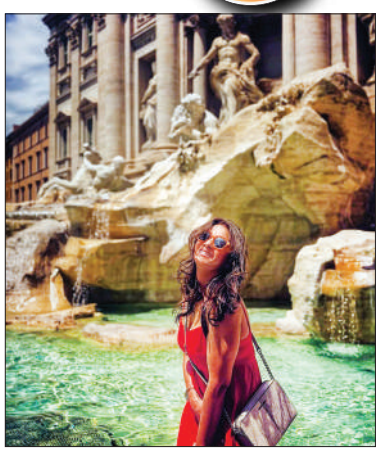

বরখা সেনগুপ্ত

বুলডোজার কর্মসূচি

হলদিয়ার চৈতন্যপুর। নয়া সরকারের বুলডোজার নীতির শিকার গরিবের ঘর ও দোকান।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭২৮

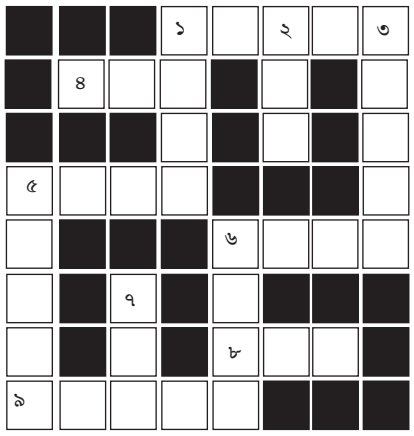

পাশাপাশি : ১. বিজয়নিশান ৪. সরল, সহজবোধ্য ৫. অন্যের জমিতে বাধ্যতামূলকভাবে যে শ্রমিক বেগার খাটে ৬. ওলটপালট, বিশৃঙ্খলা ৮. কুড়ুল ৯. আকাশ, গগন।

উপর-নিচ : ১. জলাতঙ্ক ২. সীমারেখা, পরিমণ্ডল ৩. প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী ব্যক্তি ৫. শিব, মহাদেব ৬. হিসাব ৭. প্রকৃতি, স্বভাব।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭২৭ : পাশাপাশি : ১. আকাশ ৪. সমালোচনা ৬. কঠিন ৭. নবনব ৯. তহবিল ১২. কামার ১৩. মস্তকশূল ১৪. চেয়ার। **উপর-নিচ :** ১. আলোকপাত ২. শসন ৩. বিলোচন ৫. নাচন ৮. বছরভর ১০. হজম ১১. লজ্জাকর ১২. কালচে।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রেফতার কলকাতা পুরসভার আর এক কাউন্সিলর। এবার গ্রেফতার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য। ধৃত তাঁর স্বামীও

আমারশহর

10 June, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১০ জুন ২০২৬
বুধবার

উধাও ধাম, বাঙালির অর্থে মন্দির, নাম দেবে ওড়িশা?

প্রতিবেদন : গতবছরই রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলা ও বাঙালির টাকায় সৈকত-শহর দিঘায় তৈরি হয়েছিল জগন্নাথধাম। কিন্তু বিজেপি সরকারে আসতেই সেই মন্দিরের নাম নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল। ওড়িশার ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সামনে মাথা নত করে দিঘার জগন্নাথধামের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল শুভেন্দুর ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির আপত্তিমূলক চিঠি পেয়েই তড়িঘড়ি 'জগন্নাথধাম' নাম বদলে 'শ্রীশ্রী জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলার বিজেপি সরকার। মন্দিরের নাম থেকে 'ধাম' শব্দ সরানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।

শুভেন্দু-সরকারের এই তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে— বাংলায় সরকারি অর্থে নির্মিত একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পের নামকরণ কি অন্য রাজ্যের আপত্তির ভিত্তিতে বদলানো উচিত? ওড়িশা-সরকারের কথায় শুভেন্দু-সরকারের এই নামবদলের সিদ্ধান্ত বাঙালির ধর্মীয় আবেগে গুরুতর আঘাত হেনেছে। প্রশ্নের মুখে ফেলেছে বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকেও। দিঘার মন্দির কোনওভাবেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিকল্প নয়। রাজ্যের বহু মন্দির, তীর্থস্থান বা আশ্রমের নামের সঙ্গে 'ধাম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাহলে দিঘার ক্ষেত্রে এত আপত্তি কীসের? মন্দিরের পরিচয়, ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয়তা নির্ধারিত হয় ভক্তদের বিশ্বাসে, প্রশাসনিক নির্দেশে নয়! ফলে 'ধাম' শব্দ সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বাংলার মাটিতে গড়ে ওঠা মন্দিরের নাম শেষ পর্যন্ত ঠিক করবে কে— বাংলার মানুষ? নাকি প্রতিবেশী রাজ্যের রাজনৈতিক আপত্তি?

মন্ত্রী আছে, দফতর নেই • পদ আছে, দায়িত্ব নেই

এক মাসেও দফতর বণ্টন করতে পারল না বাংলার বিজেপি সরকার

প্রতিবেদন : সরকারের এক মাস পূর্ণ। কিন্তু এখনও মন্ত্রীদের দফতরই বণ্টন করতে পারল না। ৩৫ জন মন্ত্রীর কপালে এখনও জোটেনি দফতর। শপথ নিয়েছেন, সরকারি গাড়ি পেয়েছেন, নিরাপত্তা পেয়েছেন, দেহরক্ষী পেয়েছেন, সরকারি বাংলোও বরাদ্দ হয়েছে অনেকের। শুধু যে জিনিসটা পাননি, সেটাই তাঁদের আসল পরিচয়, তা হল কাজ।

এক মাস ধরে রাজ্যের মানুষ দেখছেন এক অভিনব দৃশ্য। মন্ত্রী আছেন, কিন্তু দফতর নেই। পদ আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই। ক্ষমতার চাকচিক্য আছে, কিন্তু প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নেই। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবেন, কোন বৈঠকে বসবেন, কোন ফাইলে সই করবেন, কোন সমস্যার সমাধান করবেন— সেই উত্তর অনেক মন্ত্রীর নিজের কাছেও নেই। দফতর বণ্টনের সম্ভাব্য দিন বারবার ঘোষণা হয়েছে, আবার পিছিয়েও গিয়েছে। ফলে মন্ত্রীদের বড় অংশ এখন কার্যত রাজনৈতিক 'ওয়েটিং রুমে' বসে। নবান্নে নয়, তাঁদের নজর দিল্লির দিকে। কখন নির্দেশ আসবে, কখন ভাগ্য খুলবে, কখন হাতে আসবে কোনও দফতর— সেই প্রতীক্ষাতেই কাটছে দিন। প্রশ্ন উঠছে, এ কি সরকার পরিচালনার নতুন মডেল? যেখানে মন্ত্রীরা এক মাস ধরে শুধু পদবি নিয়ে ঘুরবেন, কিন্তু কোনও প্রশাসনিক কাজ করবেন না? করদাতাদের টাকায় গাড়ি, নিরাপত্তা, প্রোটোকল, কর্মী— সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শুধু সরকারের কাজকর্ম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় দফতর বণ্টনের সিদ্ধান্তই অধরা। রাজ্যে এখন পূর্ণাঙ্গ সরকার নয়, চলছে 'দফতরহীন মন্ত্রীদের সরকার'। মন্ত্রিসভার সদস্যরা যেন ক্ষমতার করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রী— টিকিট কাটা হয়ে গেছে, আসনও বরাদ্দ হয়েছে, শুধু কোন কামরায় উঠবেন সেই ঘোষণাটাই এখনও শোনা যায়নি। এক মাস পরে এসে প্রশ্নটা আরও জোরালো হচ্ছে— সরকার কি প্রশাসন চালাতে ব্যস্ত, নাকি নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ মেলাতেই সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে? কারণ গণতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব কোনও অলঙ্কার নয়, দায়িত্বের নাম। আর সেই দায়িত্বই যদি এক মাসেও নিধারিত না হয়, তাহলে সরকারের অগ্রাধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

পুলিশের প্রশ্রয়ে বিজেপির অসভ্যতা

ডিম-টমেটো-গোবর দিয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকারের প্রথম কর্মসূচি তৃণমূলের নেতা ধরো জেলে ভরো। আর সেই কর্মসূচি সফল করতে সঙ্গে আমদানি হয়েছে ডিম মারো কর্মসূচি। তৃণমূলের যাকেই ধরা হোক না কেন তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার সময়-থানায় ঢোকা-বেরোনোর সময়-আদালতে তোলার সময় সর্বত্র উপস্থিত থাকছে 'ডিম গ্যাং'। পুলিশের সামনেই অবলীলায় চলছে চড়-চাপড়, পচা ডিম ছুঁড়ে মারা, টমেটো ছুঁড়ে মারা, গোবর লেপে দেওয়া। সব জায়গায় এই চূড়ান্ত অসভ্যতা-নোংরামি চললেও পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। ন্যূনতম ব্যবস্থাও তারা নিচ্ছে না। এরফলে পচা ডিম এসে পড়ছে তাদের শরীরেও। ঘটনাক্রম দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিজেপির মদত ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে বিজেপির পতাকা ছাড়া তাদের কর্মীরাই এই কাজ করছে। সঙ্গে কিছু মহিলাও থাকছে। সব মিলিয়ে ধৃতের সামাজিক সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চলছে। কেউ অন্যায় করে থাকলে আইন তার মতো করে সাজা দেবে। কিন্তু আইনের আওতার বাইরে এই চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলা আর যাই হোক সামাজিক সুস্থতার পক্ষে ভাল বিজ্ঞাপন নয়। আর অদ্ভুতভাবে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব এ জিনিস থামানোর বদলে গোটা ডিম পর্ব থেকে আমোদ নিতে ব্যস্ত। কিছু বললেই বলা হচ্ছে জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ফলে জনগণ যেখানে শাস্তি দেওয়ার মালিক তাই খাপ পঞ্চায়েতের মতো করে চলছে যথেচ্ছাচার, যা থামার কোনও লক্ষণ নেই। আর আদালতও এ-বিষয়ে কোনও আলোকপাত বা পর্যবেক্ষণ দিচ্ছেন না।

নবান্নের গৈরিকীকরণ! সরকারের সচিবালয় নাকি শাসকের রাজনৈতিক দর্শনের প্রদর্শনী?

প্রতিবেদন : শুভেন্দু-সরকারের নতুন কীর্তি! এবার নবান্নের গৈরিকীকরণ! রাজ্যের প্রশাসনিক সচিবালয় এবার সাজানো হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীকী গেরুয়া রঙে! ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলার রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি সরকার। দিকে দিকে বুলডোজার চালিয়ে বিশ্ববাংলার লোগো দেওয়া মূর্তি, কাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের নামবদল হোক কিংবা দিঘার জগন্নাথধাম থেকে 'ধাম' শব্দ সরানো— সেই ধারাবাহিকতারই নতুন সংযোজন নবান্নের রং পরিবর্তন!

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাসে সচিবালয়কে প্রকাশ্যে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতীকী রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার নজির কার্যত ছিল না। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত মহাকরণ, লালবাজার কিংবা কলকাতা পুরসভার মতো ভবনগুলি শুরু থেকেই

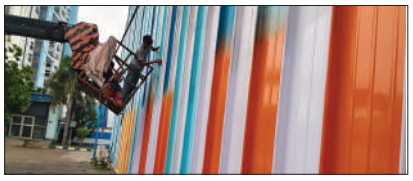

লাল রঙে রাঙা ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নকে নতুন সচিবালয় হিসেবে গড়ে তুললেও সেখানে তৃণমূলের দলীয় প্রতীককে সেখানে স্থান দেননি। বরং নবান্ন থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যকে নীল-সাদা রঙে সাজিয়ে বাংলার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর যুক্তি ছিল, রাজস্থানের জয়পুর যেমন 'পিঙ্ক সিটি' নামে বিশ্ব জুড়ে পরিচিত, তেমনই নীল-সাদা হোক কলকাতা ও বাংলার নিজস্ব অভিজ্ঞান।

সেই ভাবনার সঙ্গে একমত হওয়া না-হওয়া আলাদা বিষয়। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার সেই পরিচিতিকে মুছে দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চাপানোর চেষ্টা করছে। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার ধারণাকে সরিয়ে রেখে এবার সচিবালয়ের গায়েই পড়ছে গেরুয়া রঙের ছাপ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, নবান্ন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবালয়, নাকি শাসকদলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রদর্শনী? সরকার আসে, সরকার যায়— কিন্তু প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের। সেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানকে দলীয় রঙে রাঙানোর এই প্রবণতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে সুস্থ বার্তা নয়! সচিবালয়ে ক্ষমতাসীন দলের রঙ চাপানো পেশাদার প্রশাসনের বদলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকাশ! তাই নবান্নের দেওয়ালে গেরুয়া রঙের প্রথম প্রলেপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে— এটি কি শুধুই সৌন্দর্যায়ন, নাকি বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোর উপর দলীয় পরিচয়ের স্থায়ী ছাপ বসানোর চেষ্টা?

শিশুকে ধর্ষণ ও খুন ট্যাংরায়, ধামাচাপা দিতে চাইছে পুলিশ

প্রতিবেদন : শহরের বুকে আরও একটা আরজি কর-কাণ্ডের ছায়া। এ ঘটনা আরজি কর-কাণ্ডের থেকেও নৃশংস, নির্মম, মর্মান্তিক। কিন্তু কেউ ইনসাফের দাবিতে সোচ্চার হল না! রাত জাগল না, প্রতিবাদ করল না। দু-বছরের ফুটফুটে শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের পরও পার পেয়ে গেল অপরাধী। যে পুলিশ ন্যায়বিচার দেবে, সেই পুলিশই গোটা ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে দিনের পর দিন। তা হলে আরজি কর-কাণ্ডে রাত জাগা পার্টির সদস্যরা এখন কেন নিশ্চুপ? তাঁদের সব আন্দোলন কি শেষ!

রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা ভোটের দিন ২৩ এপ্রিল ঘটেছিল নির্মম ও মর্মান্তিক ঘটনা। ট্যাংরা থানা থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে নির্মীয়মাণ বহুতলের সিঁড়িতে বালির বস্তা থেকে উদ্ধার হয়েছিল দু'বছরের নাবালিকার নিথর দেহ। ট্যাংরা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছিল কিন্তু কোনও এফআইআর করা হয়নি। ঘটনার ৪১ দিন পর এফআইআর দায়ের করতে বাধ্য হল ট্যাংরা থানার পুলিশ! আরজি করে অভয়া-কাণ্ডের পর দেরিতে এফআইআর দায়ের করায় সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল কলকাতা পুলিশকে। তার পরও ট্যাংরায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

৪১ দিন পর এফআইআর

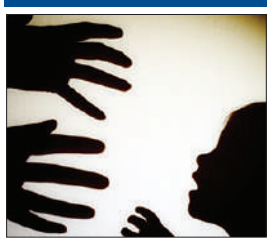

তবু রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কারও মুখে রা নেই।

আরজি কর-কাণ্ডের পর কলকাতার বুকে এত বড় একটি অপরাধ সংঘটিত হল, ট্যাংরা থানা এফআইআর দায়ের করেনি। শুধুমাত্র অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে ৪০ দিন ফেলে রেখেছিল তারা। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন, কেন পুলিশ এমন জঘন্য অপরাধের পরও শুধুমাত্র অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে ফেলে রাখল? ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে আসার পর ঘটনার ৪১ দিন পর গত ৩ জুন অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর বিরুদ্ধে পকসো আইনের ৬ ধারা, ১০৩ (১) খুন ও ২৩৮ ধারায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ট্যাংরা থানা। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রহসনের তল্লাশি

ওরা বলেছিল পরিবর্তনের সরকার। ওরা বলেছিল বদলের সরকার। ওরা বলেছিল উন্নয়নের সরকার। ওরা বলেছিল পাল্টে দেওয়ার সরকার। কিন্তু সরকারের শপথের একমাসের মধ্যেই ক্রমশ প্রস্ফুটিত হচ্ছে আসল উদ্দেশ্যটা। একটি বিষয়ের তদন্ত করতে গিয়ে গোটা ভবানী ভবনকে কার্যত তুলে আনা হল মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। কোথায়? নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে। সিআইডি জানে বিগত কয়েক দিন ধরে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন নানা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। সঙ্গে অভিষেকও রয়েছেন। তা সত্ত্বেও সিআইডি ঢুকেছে। তল্লাশি চালিয়ে সিজার লিস্ট লিখতেই হয়েছে। এবং সেখানে ইংরেজি বড় হাতে লেখা ছিল 'নিল'। যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, তদন্তটা মূল উদ্দেশ্য নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টাল অ্যাড্রেসে রাষ্ট্রশক্তি পুলিশ ঢোকাচ্ছে সেটা জাহির করার চেষ্টা। যদি তদন্তের স্বার্থে এতটাই প্রয়োজনীয় ছিল কালীঘাটে আসা, তাহলে সিজার লিস্ট শূন্য কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু জাতীয় নেত্রী নন, একসময় দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। চক্রান্ত করে তাঁকে বিরোধী আসনে পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সব ধরনের সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে সরকার। তিনি বাড়িতে নেই গোটা পৃথিবী জানে। তা সত্ত্বেও তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে পুলিশ ঢুকিয়ে কুৎসিত নিদর্শন তৈরি করা হল। এটা কতবড় প্রহসন ছিল, তার প্রমাণ সিজার লিস্ট। মানুষ দেখছেন, বুঝছেন। সময়ে জবাব দেবে।

এখনও দফতর বণ্টন হয়নি
সিআইডি চলে গেল নেত্রীর বাড়ি

বিজেপি প্রশাসন রাজ্যে ক্ষমতা হাতে পেয়েই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিশানা করছে। ভোট-পরবর্তী হিংসার আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছেদ অভিযানের নামে যেভাবে গরিব হকারদের দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা অত্যন্ত অসাংবিধানিক। নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছে বিজেপি। মনে করিয়ে দিলেন তানিয়া রায়

কেন্দ্রে বিজেপির শাসন আর বেশি দিন স্থায়ী হবে না, খুব শীঘ্রই দিল্লির বুক থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবে তারা।

দিল্লি যাওয়ার আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি প্রশাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিশানা করছে। ভোট-পরবর্তী হিংসার আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছেদ অভিযানের নামে যেভাবে গরিব হকারদের দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা অত্যন্ত অসাংবিধানিক। নব্য গঠিত এই সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তাতে তারা নিজেরাই ভিতর থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে প্রতিদিন।

একথাও বলেছিলেন জননেত্রী।

কথাগুলোর সত্যতা রোজ বুঝতে পারছে রাজ্যবাসী।

বাগাড়ম্বর বনাম বাস্তবতা, এই দুয়ের ফারাক ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় এক মাস হল। এই উল্লেখযোগ্য স্বল্প সময়ের মধ্যেই, এর প্রশাসনিক পদ্ধতি নিয়ে জনগণের অস্বস্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই অস্বস্তি শুধু হকার ও হকারদের নির্মম উচ্ছেদ এবং রাজ্যে 'বুলডোজার সংস্কৃতি' প্রবর্তনের ভয়াবহ প্রভাব থেকেই উদ্ভূত নয়। এটি বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং অন্যান্য নেতাদের 'রাষ্ট্রবাদী' বাগাড়ম্বরের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়, যাঁরা পাঠ্যপুস্তক এবং সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণ সংস্কারের পক্ষে কথা বলছেন।

পরিবর্তে, একটি বৃহত্তর ও আরও উদ্বেগজনক চিত্র সামনে আসছে। এই সরকার বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিতে অত্যন্ত পারদর্শী, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল। ফলস্বরূপ, এই প্রশাসন আসলেই কতটা জনমুখী, তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রথমেই বলা দরকার, স্কুল ও মাদ্রাসায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য এই সরকারের যেখানে এত তাড়াহুড়ো, সেখানে জনগণের বাস্তব কল্যাণের ক্ষেত্রে তার গতি বড়ই ধীর। এটা কেন হবে?

হকারদের উচ্ছেদ, ভিটেমাটি থেকে মানুষকে বিতাড়িত করা, ১৯৫০ সালের পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর প্রয়োগ, কিংবা সরকারি কর্মচারীদের কণ্ঠরোধকারী নির্দেশ জারি করা—এগুলোই কি এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জরুরি ও গুরুতর সমস্যা? সেটা যদি না হয়, তাহলে নতুন সরকার কেন তাদের এই আদর্শগত কৌশলগুলোকে পছন্দের তালিকার একেবারে শীর্ষে জায়গা দিল?

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) ফলে সৃষ্ট গণতান্ত্রিক সংকট অবিলম্বে সমাধান করা অনেক বেশি জরুরি। এক ভয়াবহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত এই সংশোধনে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তালিকা থেকে বাদ পড়া বা বিচারিক শুনানির জালে আটকে থাকা লক্ষ লক্ষ নাগরিকের নাম পুনর্বহাল করার জন্য কাজ করার পরিবর্তে, নবগঠিত রাজ্য সরকার ঠিক এই মুহূর্তেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কার্যকর করার ঘোষণা দেয়। একই

রাজ্য প্রশাসন অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে তাদের 'শনাক্ত করো, নির্মূল করো এবং নির্বাসন' (ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট) নীতি ঘোষণা করেছে। নয়া মুখ্যমন্ত্রী অসমের ডিটেনশন সেন্টারগুলোর আদলে রাজ্যের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে 'হোল্ডিং সেন্টারে' রাখার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার, তাদের নির্বাচনী স্লোগান, 'ভয় আউট, ভরসা ইন' পূরণ করা নয়; বরং, ধর্মীয় মেরুকরণের নামে সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহকে উৎসাহিত করা। সাধারণ নাগরিকদের মনে এক গভীর আশঙ্কার অনুভূতি গেঁথে দেওয়া।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আমলাতান্ত্রিক গোলকধাঁধা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে প্রতিশ্রুত অন্নপূর্ণা যোজনায় উত্তরণ প্রশাসনিক আচরণে আরও একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন ধরা পড়েছে। প্রাথমিকভাবে, বিজেপি ঘোষণা করেছিল যে, যারা আগের জনকল্যাণমূলক ভাতা পেতেন, তাঁরা নতুন অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩,০০০ টাকা পাবেন। কিন্তু, নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেল।

বিদ্যমান সুবিধাভোগীদের জন্য স্বয়ংক্রিয় তহবিল স্থানান্তরসহ প্রকল্পটি ১ জুন থেকে চালু হবে বলে ঘোষণা করে দেওয়া হলেও, বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে প্রবেশাধিকার পেতে এখন একটি ১২ পৃষ্ঠার জটিল আবেদনপত্র পূরণ করতে হয়, যা লক্ষ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত নারীর জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বিজেপি বলছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপক মানেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধাভোগী নয়।

এই আবহে জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ মঙ্গলবার আর একটি ঘটনা বিজেপিকে অমঙ্গলসূচক বার্তা দিয়ে গেল।

মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গেলেন সিআইডির আধিকারিকরা।

কিন্তু ফিরতে হল তাদের খালি হাতেই, বাজেয়াপ্ত করার মতো কিছুই পায়নি তারা।

বোঝাই যাচ্ছে, ধমকে চমকে ওরা ভয় দেখিয়ে শিরদাঁড়া কিনতে চাইছে।

মঙ্গলবার পারেনি। আগামীতেও পারবে না।

আসলে ক্ষমতা বিজেপির মনে একটা কুহক তৈরি করেছে। ভুলিয়ে দিচ্ছে এই বাস্তববোধ। তাই তারা সর্বশক্তি দিয়ে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করতে চাইছে, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে দুর্নীতিটাই ছিল নীতি।

কিন্তু ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছে না একটাই বিষয়। সেটাই যদি হবে, তবে তৃণমূল কংগ্রেস এই বিধানসভা নির্বাচনেও ৪১ শতাংশের বেশি ভোট পেল কিভাবে?

এই রাজ্যে এখন অভিযুক্ত আর অপরাধীর বিভেদ মুছে ফেলার ব্যবস্থা চলছে জোর কদমে। সে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে উর্দি। যাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, তাদের এতটাই দুর্বৃত্ত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে, যেন কোমরে দড়ি পরিয়ে না রাখলেই তাঁরা পালিয়ে যাবেন।

পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করতে পারে। অভিযোগ প্রমাণ হলে তাকে শাস্তি দিতে পারে, এমনকী ফাঁসিতেও চড়াতে পারে। কিন্তু গ্রেফতারের নামে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযুক্তদের সম্মানহানি করতে পারে না।

একথা আমরা বলছি না, আদালত বলছে, বিচারপতিরা বলছেন।

অথচ সেই চূড়ান্ত নোংরামিটাই চলছে।

জনকল্যাণমূলক কাজে মনোনিবেশ না করে রাজ্য জুড়ে মোটা দাগের নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন।

e-mail থেকে চিঠি

সোজা কথা সোজা ভাবে বলুন তো

এক মিনিট!

তাহলে ব্যাপারটা কি এমন দাঁড়াচ্ছে! ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি 'তৃণমূল কংগ্রেস' আছে, যারা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং নিজেদের বিজেপি-বিরোধী বলছে। আবার কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে আর একটি 'তৃণমূল কংগ্রেস' আছে, যারা এনডিএ-তে যোগ দিতে আগ্রহী। অর্থাৎ তাদের অবস্থান বিজেপির কাছাকাছি।

এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মূল তৃণমূল কংগ্রেস তো আছেই, যার হাতে রয়েছে বিধায়ক, সাংসদ এবং সংগঠনের মূল কাঠামো।

এখন আমার স্পষ্ট প্রশ্ন—

যদি কাকলিদের তৃণমূল বিজেপিপন্থী হয়, আর ঋতব্রতদের তৃণমূল বিজেপিবিরোধী হয়, তাহলে দু'পক্ষই আবার একই সঙ্গে 'তৃণমূল' কীভাবে হয়?

তার চেয়ে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যেটা বুঝতে পারছে, সেটা অনেক সোজা এবং নিখাদ সত্যি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে, সেটাই তৃণমূল কংগ্রেস। অন্য কেউ সে দাবির অনধিকারী। আর একটা কথাও বহুদিন ধরে শুনছি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাটাকে পুরোপুরি তাড়িয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রচার সিপিএম ও বিজেপি খুব জোরালো ভাবে করেছে। মিডিয়াও করেছে। সিপিএম সিঙ্গুরের কথা ভুলতে পারে না। ন্যানো ছাড়া পৃথিবীর বাকি সবই মিথ্যে—এমন একটা ব্যাপার।

কিন্তু তথ্য বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে টাটার ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেড়েছে বাংলায়। বিজেপি প্রচার করছে, বাংলায় আবার টাটাকে আনবে। মানেটা কী? টাটা বাংলায় নেই নাকি?

টাটা মেটালিক্স এক্সট্রা ৬০০ কোটি ইনভেস্ট করেছে। টাটা হিতাচি তাদের জামশেদপুরের কারখানা বন্ধ করে পুরো অপারেশন খড়গপুরে শিফট করেছে।

টিসিএস নিউটাউনে নতুন ক্যাম্পাস তৈরি করতে সিলিকন ভ্যালিতে ২০ একর জায়গা নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

এগুলো কী? ন্যানো ছাড়া বুঝি সবই মিথ্যে! আর টাটাকে নতুন করে আনবে বিজেপি।

হাস্যকর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ!

— **সুব্রত মুখোপাধ্যায়,**
বিজয়গড়, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অভিজাত আবাসনে ঢুকে তাণ্ডব। অভিযোগ মহিলা পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। দুই কেয়ারটেকারকে মারধর, হুমকি। গড়িয়া মহামায়াতলার ঘটনা। তদন্তে নরেন্দ্রপুর থানা

রুজি কাড়ার পৈশাচিক খেলা রেলমন্ত্রীকে চিঠি সামিরুলের

প্রতিবেদন : হকারদের রুজি-রুটি কেড়ে নেওয়ার জন্য পৈশাচিক খেলায় মেতেছে বিজেপি। রেলের জমিতে থাকা হকারদের জোর করে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং হকারদের বিকল্প পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম। উচ্ছেদ-হওয়া হকারদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের দাবি তুলে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠিও পাঠিয়েছেন।

কোনও আগাম ব্যবস্থা না করেই রেল হকারদের উচ্ছেদ করছে। এর ফলে হাজার হাজার গরিব মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। তাঁদের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ভারতীয় রেলের মতো একটি বড় সংস্থার সাধারণ মানুষের প্রতি আরও মানবিক হওয়া উচিত। রেলমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে সাংসদ লিখেছেন, কয়েক প্রজন্ম ধরে এ-রাজ্যের রেলস্টেশনগুলি শুধুমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম নয়, বরং হাজার হাজার দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের জীবিকা নির্বাহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই হকারেরা আমাদের অসংগঠিত অর্থনীতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাঁরা রেলযাত্রীদের যেমন সাশ্রয়ী মূল্যে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে আসছেন, ঠিক তেমনই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের পরিবারকেও টিকিয়ে রেখেছেন।

সাংসদের অভিযোগ, কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন রেলস্টেশনে এবং বিভিন্ন জায়গায় রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও রকম সুনির্দিষ্ট বা ব্যাপক পুনর্বাসন পরিকল্পনা ছাড়াই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। ফলে অসংখ্য পরিবার চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। যেভাবে এই উচ্ছেদ-প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে, তা স্থানীয় বাসিন্দা এবং হকারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও ব্যাপক উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। উদ্বেগজনক এই পরিস্থিতিতে রেলমন্ত্রীর অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। সাংসদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, আইনি প্রক্রিয়া, আগাম নোটিশ এবং অর্থপূর্ণ পুনর্বাসন ছাড়া কোনও নাগরিককে যেন তাঁর জীবিকা থেকে বঞ্চিত না করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

পাহাড়ে বর্ষার প্রবেশ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ। ৯ জুন থেকেই বর্ষা ঢুকল পাহাড়ে। আরও শক্তিশালী হয়ে মৌসুমী বায়ু বঙ্গে প্রবেশ করল। রয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মূলত ৫ থেকে ১২ জুনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ঘটে। তাই এবারেও সঠিক সময়ে বর্ষা প্রবেশ করেছে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিরও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গেও বর্ষার প্রবেশের দিনক্ষণ জানাল হাওয়া অফিস। ১২ জুন নির্ধারিত সময়েই বর্ষার আগমন ঘটবে। তবে পশ্চিমের জেলায় অস্বস্তি বজায় থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি জেলাতে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে।

এখনও বকেয়া সরকার পোষিত কর্মীদের ডিএ

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় এসেই মহার্ঘ ভাতা মেটানো নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়াতে শোনা গিয়েছিল বিজেপি সরকারকে। কিন্তু সেটা খাতায় কলমেই রইল। বাস্তবায়িত হল খুবই কম। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল শুধু সরকারি কর্মী নয় বরং সরকার পোষিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটাতে হবে। কিন্তু দেখা গেছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাই নন, পূর্ত ও সেচ দফতরের কর্মভারভিত্তিক কর্মী এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা এই বকেয়া পায়নি। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সবসময় সরকারি ও সরকার পোষিত কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গায়ের জোরে আটকে রেখেছে সেই বকেয়া। নির্বাচনের আগে যে যৌথ মঞ্চ বিজেপির তল্পিবাহক সেজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরোধিতা করেছিল, আজ ক্ষমতার পরিবর্তনের পর তারা বিজেপির আসল রূপ দেখতে পাচ্ছে। পদ্ম শিবিরের নেতারা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলেই নাকি ছুঁ-মন্তরের মতো সব ডিএ মিটে যাবে, সপ্তম পে কমিশন এক লপ্তে চালু হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে।

প্রতিবাদ মিছিল। সুদীর্ঘ জাতীয় পতাকা হাতে মাটির জন্য মৃৎশিল্পীদের মিছিল রামলীলা ময়দান থেকে ধর্মতলা।

স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির আবেদন ১৫ জুন পর্যন্ত

প্রতিবেদন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান শাখায় স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির আবেদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি এবং হোম সায়েন্স-সহ বিভিন্ন মাস্টার্স কোর্সের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, আসন সংখ্যার তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা কম হলে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিল করা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে স্নাতক স্তরের নম্বরের ভিত্তিতেই সরাসরি ভর্তি নেওয়া হবে। যদি প্রবেশিকা পরীক্ষা না হয়, তবে প্রার্থীদের জমা দেওয়া আবেদন ফি ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। যোগ্য ও ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন

জেনেভার যুব শীর্ষ সম্মেলনে কলকাতার কাউন্সিলর

প্রতিবেদন : ইউরোপীয় যুব শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিলেন কলকাতা পুরসভার ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫ থেকে ৮ জুন সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় যুব শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ পান। যুব সমাজের উন্নয়ন, টেকসই ভবিষ্যৎ গঠন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে সেখানে বিস্তৃত আলোচনা হয়। তিনি জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাবনার আদানপ্রদান, কূটনৈতিক আলোচনা এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগ সম্পর্কে জানার সুযোগ মিলেছে।

সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মোনালিসা রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর, ইউরোপের অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাবনার আদানপ্রদান, কূটনৈতিক আলোচনা এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগ সম্পর্কে জানার সুযোগ মিলেছে। ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলেও তিনি মনে করেন।

তলিয়ে মৃত্যু

সংবাদদাতা, বসিরহাট: স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু ২ জনের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার কৈজুরী গ্রাম পঞ্চায়েতে কৈজুরী পশ্চিম পাড়ায়। মঙ্গলবার দুপুর পাঁচজন স্নান করতে গিয়েছিল বাড়ির পাশের পুকুরে।

পাঁচজনের মধ্যে দু'জন জলে তলিয়ে যায়। বাকিরা এসে পরিবারকে খবর দিলে পরিবারের লোকজন গিয়ে তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের নাম পরি মণ্ডল (৮) ও দিশা মণ্ডল (৭)। বাকি তিনজন প্রাণে বেঁচে যায়। মৃত দুই ছাত্রীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নেপাল সীমান্ত থেকে ধৃত ফলতার জাহাঙ্গির খানকে মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত

দিল্লিতে আছি অভিষেক আরও সময় চাইলেন

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ভবানী ভবনে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লিতে রয়েছেন অভিষেক। তাই এদিন সময় শেষের আগেই আইনজীবী মারফত ভবানী ভবনে চিঠি পাঠিয়ে আরও সময় চেয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু সেই চিঠি উপেক্ষা করে এদিন বিকেলে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে হাজির হয় সিআইডি। তাঁর অনুপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হয়।

২ বিজেপি নেতা তোলাবাজি খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত

প্রতিবেদন : সবে একমাস হয়েছে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তার মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে নেতাদের দুর্নীতি! মুখে বড় নেতারা বড় বড় কথা বললেও দুর্নীতি ও তোলাবাজি ঠেকানোর ক্ষমতা যে তাদের নেই বোঝাই যাচ্ছে। তোলাবাজির অভিযোগে দুই বিজেপি নেতার গ্রেফতারি ঘিরে সে প্রশ্নই উঠে আসছে।

মারধর, তোলাবাজি, হুমকি, খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন দুই বিজেপি নেতা। ক্যানিংয়ের বিজেপি নেতা চিরঞ্জিত হালদার ও গোঘাটের বিজেপি নেতা শুভজিৎ ঘোষ। শুভজিৎ আরামবাগ সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির ওবিসি সেলের সহ-সভাপতি। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই এই বিজেপি নেতা স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। এছাড়াও, মারধর তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ জানানোর পরই স্থানীয় একটি চায়ের দোকান থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তৃণমূলের মিথ্যা অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি শুভজিতের। তাঁর দল ক্ষমতায়, সেই দলের নেতাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুললে শুভজিৎ বলেন, ভালই তো। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! আমাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিষয়টি দল বুঝবে।

আরেক ঘটনায় ভেড়িদখল, তোলাবাজি, হুমকি, খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ক্যানিংয়ের চিরঞ্জিত হালদার। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই তিনি অত্যাচার শুরু করেন বলে অভিযোগ। সোমবার বিকেলে এক ব্যক্তি ক্যানিং থানায় অভিযোগ করার পরেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

জোড়াফুল ছেড়ে লড়াই করুন

(প্রথম পাতার পর)

ইউসুফ নিজেই আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে ফোনের কথা বলছে। উনি তখন বরোদায় ছিলেন। বলেছেন অমিত শাহ ফোন করেছে। বিজেপি চায় তৃণমূল ভাঙতে আর অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারী সেটাই করছে। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও শর্মিলা সরকারকে নিশানা করে কল্যাণ বলেন, আরজি করে ঠিক কী হয়েছিল? পারলে সিবিআইকে সত্যি বলুন। আরজি কর কাণ্ডে তৎকালীন তৃণমূল সরকার তথ্য গোপন করেছে, এই অভিযোগ আপনাদের দীর্ঘদিনের। আরজি কর ইস্যুতে কাকলি আর শর্মিলা দুই ডাক্তার কবে রাস্তায় নেমেছিলেন? আমি হেঁটেছি। বেচারা অভয়া, মা রাজনীতি করল ওকে নিয়ে, এখন এরাও করছে। কাকলি আর শর্মিলাকে চ্যালেঞ্জ করছি, পারলে আরজি করে কী হয়েছে সিবিআইকে গিয়ে বলুন। এখন তো অভয়ার বাবাও বলেছেন সিবিআইয়ের আইনজীবী নাকি শিখিয়ে দিচ্ছে কী বলতে হবে! কী বলবেন তাহলে এখন?

কেন এনডিএ-কে সমর্থন বিদ্রোহীদের? বিস্ফোরক অভিযোগ করে তৃণমূল সাংসদ বলেন, বাংলায় চলছে পুলিশরাজ। এই দলবদলুরা বিজেপিতে গেছে তৃণমূল কর্মী, নেতাদের গ্রেফতার করাতে। দলে ছিলেন যখন তখন প্রতিবাদ করেননি কেন? সমস্যা লিখিতভাবে কেন জমা দেননি? সবার দুর্নীতির রিপোর্ট রয়েছে বিজেপি-র কাছে। এদের ভাল করে চেনে বিজেপি। আপনারাই তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুবরাজ বানিয়েছিলেন। আপনারাই তো ওঁকে সেনাপতি বানিয়েছিলেন। আসলে এরা সবাই ১৫ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বলে আজও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। পাওয়ার ছাড়া এরা থাকতে পারে না। বিজেপি এদের নেবে না। বিজেপি খুব ভাল করে এদের চেনে। সবার দুর্নীতির রিপোর্ট বিজেপির কাছে আছে। বিজেপি কলঙ্কিত লোকেদের নেবে না জেনে রাখুন। এখন যা শুনছি, বলছে, উন্নয়নের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব। কে করতে বাধা দিয়েছে? এরা যখন ভাষণ দিত, কেন্দ্রের কোনও প্রকল্পের প্রশংসা করেছে? যদি বলেন, পার্টি থেকে এটা করা যায় না, তাহলে আজও করা যায় না। ক্ষমতা থাকলে জিতে এসো বিজেপির টিকিটে। এরা গদ্দার, বিশ্বাসঘাতক। এরা সুখের পায়রা। কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়া সবাই ২০১১-র পরে পার্টিতে এসেছে, কেউ কোনও লড়াই করেনি। ফিল্ম স্টাররা সবাই ভিনদেশি তারা। শুধু ছবি তুলতে আসত। কেষ্ট না থাকলে শতাব্দী রায় কোনওদিন জিততে পারত না। এরা তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক সততা, নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল সাংসদ বলেন, দলে ক্ষমতা হারিয়েই এখন একদল নেতা রাতারাতি বিদ্রোহী সাজার চেষ্টা করছেন। দল এখন ক্ষমতায় নেই বলেই যত সব বিদ্রোহ শুরু করেছে। বিক্ষুব্ধ নেতাদের আসল লক্ষ্য আদর্শগত নয়, বরং ক্ষমতার মোহ। আসলে এরা দল ছাড়বে না, এদের ক্ষমতা চাই, পুলিশ চাই। তবে জেনে রাখা ভাল, সাময়িক রাজা হয়ে কোনও লাভ নেই। এর পরেই বিদ্রোহীদের তীব্র কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতে হয়, তাহলে আপনারা আগে তৃণমূলের প্রতীকটা ছেড়ে দিয়ে বলুন, প্লিজ। যদি ন্যূনতম বিবেক অবশিষ্ট থাকে, তবে সেটাই আগে করুন। ২০২৯ সালে দেখা হবে, কে কোথায় থাকে দেখব! আমরা নেত্রীর সঙ্গে আছি, থাকব।

মাধ্যমিকের কৃতী পড়ুয়াদের সাফল্যের মন্ত্র রাজ্যপালের

প্রতিবেদন : চলতি বছরের মাধ্যমিকের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। মঙ্গলবার লোকভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ১৩৪ জন কৃতী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ে অংশ নিয়ে তাঁদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন রাজ্যপাল।

পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জীবনে সফল হতে হলে তিনটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— স্বপ্ন, দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলা। লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্য পূরণে অবিচল থাকতে হবে এবং জীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে বলেও পরামর্শ দেন তিনি। নিজের জীবনসংগ্রামের কথাও তুলে ধরেন রাজ্যপাল। তিনি জানান, গ্রামের স্কুলে পড়াশোনার সময় বিদ্যুতের আলো পর্যন্ত দেখেননি। পরে কলেজে পড়তে শহরে এসে প্রথম বিদ্যুতের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের জোরে এগিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি। ব্যর্থতা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ফল না মিললে তাকে প্রকৃত ব্যর্থতা বলা যায় না। প্রকৃত ব্যর্থতা হল চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া। জীবনে বহু বাধা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও তিনি কখনও হাল ছাড়েননি বলেও জানান। শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, সকালে তাড়াতাড়ি ওঠা, সময়মতো ঘুমানো এবং নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাঁর মতে, এই ধরনের ছোট ছোট অভ্যাসই ভবিষ্যতের বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মানসিক শক্তি তৈরি করে। তাঁর কথায়, দায়িত্বশীল নাগরিক হতে হলে নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। প্রত্যেকে নিজের কাজ সঠিকভাবে করলে তা দেশের উন্নয়নেও সহায়ক হবে। রাজ্যপাল বলেন, যে ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহ ও দক্ষতা রয়েছে, সেই পথেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। নিষ্ঠা ও পরিশ্রম থাকলে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও সফল ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব। পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে নিজের থেকেই। প্রত্যেক নাগরিক যদি সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করেন, তবেই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

কালীঘাটে সিআইডি। প্রতিবাদী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষ।

প্রতিহিংসার তল্লাশি

(প্রথম পাতার পর)

নষ্ট করার জন্য এসব করাচ্ছে। কুণাল ঘোষ বলেন, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে দিল্লিতে। সেটা জানা সত্ত্বেও এখন কেন এসেছে সিআইডি? পুরোটাই প্রতিহিংসার রাজনীতি! বিকেল সওয়া ৪টে থেকে সওয়া ৬টা— প্রায় ২ ঘণ্টার তল্লাশি-শেষে সিআইডি বেরিয়ে যেতেই সাংবাদিকদের 'শূন্য' সিজার লিস্ট দেখিয়ে বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা শুভাশিস চক্রবর্তী জানান, পুরো ফাঁকা সিজার লিস্ট! কিচ্ছু পাওয়া যায়নি!

মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ভবানী ভবনে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যদিও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন অভিষেক। তাই এদিন সময় শেষের আগেই আইনজীবী মারফত ভবানী ভবনে চিঠি পাঠিয়ে আরও সময় চেয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু সেই চিঠি উপেক্ষা করে এদিন বিকেলে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে হাজির হন সিআইডি-র আধিকারিকেরা। প্রতিহিংসাপরায়ণের জন্য অভিষেকের অনুপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হয় সেই অফিসে। এই তল্লাশি-অভিযান নিয়ে এক্স মাধ্যমে তীব্র নিন্দা করে ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, নির্লজ্জ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা! প্রথমে ভোট লুট, এখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইল লুট! এটাই কি গণতন্ত্র? এদিকে, কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রীর বাড়ি সংলগ্ন পার্টি অফিসে সিআইডি-র অভিযান নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিআইডি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে জানান, ওঁরা শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস সার্চ করতে এসেছে। ওঁদের বক্তব্য, যেহেতু ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের অফিসে বৈঠকে রেজোলিউশন নেওয়া হয়েছে, তাই নাকি রেজোলিউশনের কপি এখানে আছে! সেটা খুঁজতেই এসেছে। আমি বললাম, যেখানে মিটিং হয়, সেখানেই কি রেজোলিউশনের কপি থাকে? গাছতলায় মিটিং হলে কি সেখানে রেজোলিউশন থাকবে? এই যদি সিআইডি-র বুদ্ধি হয়, তাহলে ভাবুন গোটা রাজ্যে কী চলছে! একদিকে বলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেজোলিউশন নিয়ে দেখা করতে, আর অন্যদিকে এখানে এসে নিজেরাই রেজোলিউশন খুঁজছ? শুধু তাই নয়, সঙ্গে করে আবার কয়েকজন লোকাল বিজেপির লোককেও নিয়ে এসেছে সিআইডি! নেত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁকে হেনস্থা করার জন্য এসেছে। অ্যাবসোলিউটলি ভিন্ডিক্টিভ পলিটিকস!

এতদিন বঞ্চনা কেন? শুধু প্রতিহিংসা

৪ বছর পর মনরেগায় প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : আবারও প্রমাণিত হল বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন, চারবছর আগে বাংলায় ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। মনরেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজে ঘাম ঝড়ানো হাজার হাজার খেটে খাওয়া মানুষের টাকা বন্ধ করে তাঁদের পথে বসিয়েছিল মোদি-শাহের বিজেপি! যদিও তৃণমূলের মা-মাটি-মানুষের সরকার কেন্দ্রের তোয়াক্কা না করে রাজ্যের তহবিল থেকেই মানুষকে বকেয়া মজুরির টাকা দিয়েছিল। কিন্তু এখন রাজ্যে বিজেপি সরকারে আসতেই সুড়সুড় করে রাজ্যে চালু হচ্ছে ১০০ দিনের কাজ! ডাবল ইঞ্জিন ক্ষমতায় আসতেই কেন্দ্রের সরকার বাংলায় ১০০ দিনের কাজে অনুমোদন দিয়ে দিল?

মঙ্গলবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের জোয়ারগড়ি এলাকায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজের সূচনা করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক নাকি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্যই জুন মাসে ১.৫৩ কোটি শ্রমদিবস মঞ্জুর করেছে! সেই অনুমোদনের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল ১০০ দিনের কাজ। তাহলে তৃণমূল সরকারের সময় চক্রান্ত করে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কেন? ২০২২ সাল থেকে কেন রাজ্যে বন্ধ ছিল মনরেগা? জবাব দেবে না মোদি সরকার? কেন টাকা বন্ধ করে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছিল? জবাব দেবে না কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডুয়ার্সে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত। এবার ভরদুপুরে হাতির হামলায় মৃত্যু হল একজনের। মাটিয়ালি ব্লকের নাগেশ্বরী চা-বাগানের ঘটনা। মৃতের নাম দীপক গোয়ালা (৪০)

আমার বাংলা

10 June, 2026 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১০ জুন ২০২৬
বুধবার

অসুস্থ শিশু, পথ ছাড়ল না জওয়ানরা উল্টে গাড়ির চালককে বেধড়ক মার

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: অসুস্থ শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িটি আগে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন গাড়ির চালক। রাস্তা তো ছাড়েইনি, উল্টে গাড়ির চালককে বেধড়ক মারধর করে একের পর এক জওয়ান। অমানবিক, নিন্দনীয় এই ঘটনা উত্তর সিকিমের লাচুংয়ের। মুহূর্তের মধ্যে এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেনাদের কর্তব্যে প্রশ্ন তুলে উঠেছে নিন্দার ঝড়। ঠিক কী ঘটেছিল? গাড়ির মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ছোট্ট শিশু। প্রয়োজন চিকিৎসার। লাচুংয়ের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর কনভয়। গাড়ি ভর্তি জওয়ানরা ছিলেন। তখনই লাচুংয়ের জিরো পয়েন্টের শিবমন্দিরের দিক থেকে পর্যটকদের নিয়ে একটি গাড়ি আসছিল। ওই গাড়িতে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিল এক শিশুও। হঠাৎ শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তখনই গাড়ির চালক ওই জওয়ানদের অনুরোধ করেন যদি কনভয়ের আগেওই গাড়িটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বহুক্ষণ অনুরোধ করার পরও রাস্তা ছাড়েনি জওয়ানরা বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, গাড়ি থেকে নেমে রীতিমতো হম্বিতম্বি শুরু করে। বচসা বাধে গাড়ির চালকের সঙ্গে। এরপরই ওই জওয়ানরা সকলে মিলে গাড়ির চালককে বেধড়ক মারধর করে। এই অমানবিক ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর তাতেই উঠেছে নিন্দার ঝড়। প্রশ্ন উঠেছে জওয়ানদের কর্তব্য দেশের মানুষকে রক্ষা করা। এটাই কি তার নমুনা? সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে গাড়ির চালককে মারধর কেন? শুধু এই প্রশ্নই নয়, নেটিজেনরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জোরালো তদন্ত দাবি করেছেন। এই অপরাধে জরিতে থাকা জওয়ানদের বিরুদ্ধে যদি সরকার ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আন্দোলনের ডাকও দিয়েছেন তাঁরা। এদিকে, গুরুতর জখম গাড়ির চালক থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন।

এভাবেই গাড়ির চালককে মারধর সেনাকর্মীদের।

নেত্রী মমতার পাশে ছিলাম, আছি, থাকব : সুমন কাঞ্জিলাল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল। বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। ক্ষমতায় বিজেপি। যদিও নির্বাচন প্রক্রিয়া, এসআইআর করে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে করা এই ভোটে, তৃণমূলকে পরিকল্পনা করে হারানোর কথা প্রকাশ্যে একাধিকবার বলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বিজেপি সরকার গঠন করার পর নিজেদের মন্ত্রিসভা গঠন ও দফতর বণ্টনে যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাদের তৃণমূল ভাঙানোর খেলায়। বিজেপির এই পাতা ফাঁদে নবনির্বাচিত বহু বিধায়ক ইতিমধ্যেই যেমন পা দিয়েছেন, দিল্লিতে বেশকিছু সাংসদও বৈঠক করে পরোক্ষে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছেন। সুমন জাগোবাংলাকে জানিয়েছেন, তিনি দলের এই সময়ে দিদির পাশে আছেন। যদিও তিনি চোখের চিকিৎসার কারণে দক্ষিণ ভারতে রয়েছেন। এর আগে শিলিগুড়ি ও কলকাতায় চিকিৎসা করেও তাঁর চোখের সমস্যা মেটেনি। আরও বেশ কিছুদিন সেখানে থাকতে হবে। ফিরে সুমনবাবু সুস্থ হয়ে দিদির নির্দেশে ফের মানুষের জন্য কাজ করবেন। যেভাবে বিগত বছরগুলোতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেই ভাবেই ফের তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদর্শ করে নতুন করে মানুষের জন্য শুরু করবেন লড়াই। সুমন জানান, আমি এই দুঃসময়ে দিদির পাশে আছি, আগামী দিনে দিদির নির্দেশে মানুষের জন্য কাজ করে যাব।

চলছে বুলডোজার বাড়ছে ক্ষোভ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্যজুড়ে চলছে বিজেপির বুলডোজার। বে-আইনি দাগিয়ে নির্বিচারে ভেঙে ফেলছে বাড়ি, দোকান। গৃহহীন করা হচ্ছে বহু মানুষকে। মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জে ফের ভেঙে ফেলা হল বিশ্ববাংলার লোগো স্তম্ভ। বিজেপির এই বুলডোজার রাজনীতি নিয়ে দিকে দিকে উঠেছে নিন্দার ঝড়। ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

ভেঙেছে বাঁশের সাঁকো, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ

ফুঁসছে আত্রেয়ী, ঝুঁকি নিয়ে নৌকা পারাপার

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: একটানা বৃষ্টিতে ফুঁসছে আত্রেয়ী নদী। বেড়েছে জলস্তর। কিন্তু এরই মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে চলছে নৌকা পারাপার। প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করছেন স্থানীয়রা। এখানেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কেন এই এমনভাবে যাতায়াতে নিষেজ্ঞা জারি করা হচ্ছে না? সম্প্রতি তিস্তায় গাড়ি পড়ে ঘটে গিয়েছে বড় দুর্ঘটনা। দু'দিন পরে উদ্ধার হয়েছে শিশু-সহ একই পরিবারের পাঁচজনের দেহ। এরপরেও কেন প্রশাসনের এমন গাছাড়া ভাব কেন? প্রসঙ্গত, আত্রেয়ী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই জলের স্রোতের চাপে ভেঙে গিয়েছে রঘুনাথপুর-কালিকাপুর বাঁশের সাঁকো। বাধ্য হয়ে বাঁশের সাঁকোর বিকল্প হিসেবে নৌকাতে যাতায়াত শুরু হয়েছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটছে না। কারণ সব সময় নৌকো চলে না। ফলে এনিয়ে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে বালুরঘাটের ডাকরা, কালীকাপুর, বোয়ালদার সহ সাত-আটটি গ্রামের সাধারণ মানুষ। দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় নদীর মাঝে পাকা সেতুর দাবি করে আসছে গ্রামের বাসিন্দারা। কিন্তু আজও সেখানে পাকা সেতু নির্মাণ না হওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে। তাই নতুন সরকারের কাছে পাকা সেতুর দাবি তুলেছে গ্রামের বাসিন্দারা। জানা যায় বিগত সরকারের আমলে ওই এলাকায় পাকা সেতুর জন্য মাপ যোগ হয়েছিল। কিন্তু তারপর সেখানে পাকা সেতু নির্মাণ করতে আর কেউ উদ্যোগ নেয় নি। ফলে আজও সেই পাকা সেতু থেকে বঞ্চিত হয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

নাবালক ছেলের হাতে খুন মা আত্মহত্যার চেষ্টা অভিযুক্তের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : নাবালক ছেলের হাতে খুন মা। বাবা-সহ পরিবারের আরও সদস্যকে কোপাল ওই ছেলে। নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। দশম শ্রেণির পড়ুয়ার হাতে খুন মা। ঘটনায় গুরুতর আহত বাবা-সহ তিনজন। ঘটনার পর আত্মহত্যার চেষ্টাও অভিযুক্তের। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে গাদং ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জুরাপানি হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে কি কারণে এই ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস্থানীয় একটি স্কুলে ক্লাস ১০ এর পড়ুয়া ওই অভিযুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধেই নিজের মা-সহ পরিবারের ৪ জন সদস্যের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তার মায়ের, গুরুতর জখম হয়েছেন বাবা-সহ আরও তিনজন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত প্রায় ৮টা নাগাদ অভিযুক্ত রণিত সরকার আচমকাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে পরিবারের সদস্যদের উপর চড়াও হয়। প্রথমে তার মা দীপালী সরকারকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় সে। মাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে বাবা নেপাল সরকারকেও এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে অভিযুক্ত।

গাড়ি ট্রাক্টরের সংঘর্ষে ফুটপাথে চারচাকা, আহত পাঁচ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : দ্রুত বেগে ছুটে আসছিল যাত্রীবাহী চারচাকা গাড়ি। উল্টো দিক থেকে অতটাই বেগে আসছিল একটি ট্রাক্টর। কিছুক্ষণ পরই বিকট শব্দ। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ট্রাক্টরটি। ফুটপাথে উঠে গেল চারচাকা। প্রত্যক্ষদর্শীরা থমকে গেলেন। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তাঁরা। রক্তে ভেসে গেল জাতীয় সড়ক। মঙ্গরবার উত্তরদিনাজপুরের শিয়ালতোড় এলাকার বাইপাস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ঘটে গেল এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। একটি চারচাকা গাড়ি ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হলেন পাঁচজন যাত্রী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। তবে দুর্ঘটনার পাশাপাশি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা ও এলাকায় ক্রমবর্ধমান পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে উঠছে বড়সড় প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে দেওঘরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ইসলামপুর থানার শিয়ালতোড় বাইপাস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে পৌঁছাতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি জোরালো সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, চারচাকা গাড়িটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়ির ভেতরে থাকা পাঁচজন যাত্রীই রক্তাক্ত অবস্থায় ভেতরে আটকে পড়েন এবং গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনেই ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রথম উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে পরবর্তীকালে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইসলামপুর থানা এলাকার এই বাইপাস সংলগ্ন জাতীয় সড়কটি যেন দিন দিন দুর্ঘটনাপ্রবণ জোনে পরিণত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এখানে স্থায়ীভাবে কোনো ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা গতি কমানোর ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এলাকাবাসী সৌরভ সরকার ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, "এখানে মাঝেমধ্যেই এমন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ প্রশাসন শুধু দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আসে, কিন্তু দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য কোনও আগাম ব্যবস্থা নেয় না। আমরা অবিলম্বে এই এলাকায় স্থায়ীভাবে পুলিশ মোতায়েন এবং পথ নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।

দেরিতে আসে পুলিশ। প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ স্থানীয়দের।

আটকে দিয়েছিল আমূল কারখানা

(প্রথম পাতার পর)

আমূলের নিয়ন্ত্রক দুগ্ধ সমবায় গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (জিসিএমএমএফ)-এর দই উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ছিল। শিল্প সম্মেলনে মউ স্বাক্ষরিতও হয়েছিল। সংস্থার এমডি জয়েন মেহতা জানিয়েছিলেন ১৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করবে এই ইউনিট। প্রতিদিন ১০ লক্ষ কেজি দই উৎপাদন হবে। সেই সময় রাজ্যে সংস্থার ১০ লক্ষ লিটারের বেশি দুধ বিক্রি হত। হাওড়ার ইউনিট তৈরির কাজ চলছিল। কিন্তু থামল কেন?

এটাই বিজেপির রাজনীতি। বাংলায় শিল্প হোক, উন্নয়ন হোক, চাকরি হোক— এটা চায়নি। সেই কারণে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় বরাদ্দ অন্যায়ভাবে বন্ধ করা হয়েছে। তেমনি শিল্পপতিদের লগ্নিতেও বাধা তৈরি করা হয়েছে বারবার। আমূল তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন কারখানার উদ্বোধন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত দিয়ে করানোর বড়বড় বিজ্ঞাপন ছেপেছেন। যদি সাহস থাকে তাহলে এই ইতিহাসটাও বলুন। কোন কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুরু করা প্রকল্প থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাংবাদিক ডেকে বলবেন না?

৮
১০ জুন ২০২৬
বুধবার

আমার বাংলা

10 June, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছি, কোলাঘাটে দেব

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : কোলাঘাটের প্রশাসনিক বৈঠকে ঘাটালের সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারীর উপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হলেও, বৈঠক শেষে তাঁর বক্তব্যে সেই জল্পনার অনেকটাই অবসান হয়েছে। দেব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'আমার ভালবাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সারা জীবন থাকবে। যতদিন তিনি আছেন, ততদিন আমি তাঁর সঙ্গেই আছি।'

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে তৃণমূলকে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হলেও, দলের জনপ্রিয় সাংসদ দেবের এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে, বাংলার উন্নয়ন ও মানুষের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নিয়ে দেব ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এর মাধ্যমে তিনি আবারও প্রমাণ করেছেন যে, রাজনৈতিক জল্পনার চেয়ে নিজের এলাকার মানুষের স্বার্থই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন দায়িত্বশীল সাংসদ হিসেবে তিনি ঘাটালের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের দাবিই তুলে ধরেছেন।

কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠকের পর অভিনেতা দেব।

রাজনীতিতে নানা গুঞ্জন থাকতেই পারে, কিন্তু মঙ্গলবার দেবের বক্তব্যে পরিষ্কার যে, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবেই মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চান। তাঁর বক্তব্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার যে প্রকাশ ঘটেছে, তা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

বাংলার মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি যে আস্থা এখনও অটুট, দেবের বক্তব্য তারই প্রতিফলন।

নাবালিকা ধর্ষণ : অভিযুক্ত তরুণী বিজেপি-ঘনিষ্ঠ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি হোটেলে বুদবুদের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া এক তরুণীকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই ঘটনায় এক তরুণী-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত তরুণীর নাম সিমরান তামাং। সে পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদ এলাকার নেপালিপাড়ার বাসিন্দা। ঘটনার তদন্ত চলাকালীন সিমরান তামাংয়ের একটি ছবি সামনে এনে সরব হয়েছে সিপিএম। ওই ছবিতে ধৃত তরুণীকে গলসির বিজেপি বিধায়ক রাজু পাত্রের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছে সিপিএম নেতৃত্ব। এ প্রসঙ্গে সিপিএমের দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রার্থী প্রভাস সাঁই অভিযোগ করে বলেন, যারা এই নৃশংস ঘটনায় জড়িত, তাদের মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত এই তরুণী।

এত গুরুতর অভিযোগের মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা মানুষ জানতে চাইছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সরকারি ত্রিপল ফেরত নিয়ে তাণ্ডব বিজেপির, নিগ্রহ প্রাক্তন মন্ত্রীকে

উজ্জ্বল বিশ্বাসকে নিগ্রহ বিজেপি কর্মীদের।

সংবাদদাতা, নদিয়া : প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ত্রিপল চুরির অভিযোগ তুলে ব্যাপক তাণ্ডব চালাল বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি ক্ষমতায় আসর পর থেকেই শুরু হয়েছে প্রতিহিংসার রাজনীতি। দুপুর ২-৩০ নাগাদ উজ্জ্বলের বাড়ি থেকে কয়েকশো ত্রিপল গাড়িতে তোলা হচ্ছিল ফেরত দেওয়ার জন্য। সেই সময় বিজেপির কর্মীরা জড়ো হয়ে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। শুধু সেখানেই থেমে থাকে না প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিগ্রহের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর করে। উজ্জ্বল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে সকল বিধায়ক তথা মন্ত্রীর কাছেই ত্রিপল, বস্ত্র ইত্যাদি আসে। সেটি উৎসব শুরুর কয়েক মাস আগেই সরকারের থেকে দেওয়া হয়, যেহেতু কিছুদিন পূর্বেও তৃণমূলের মন্ত্রী ছিলেন, তাই কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার এলাকার মানুষের জন্য ইদ উপলক্ষে এই ত্রিপল ও বস্ত্র পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার। বিধায়ক হিসেবে সেগুলো নিয়েছিলেন। তারপরেই রাজ্যে পালাবদল ঘটে এবং নিজের কেন্দ্রে কৃষ্ণনগর দক্ষিণে হেরে যান উজ্জ্বল। তিনি আজ কৃষ্ণগর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও-কে ফোন করে ত্রিপলগুলো ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করেন। সেই মতো ত্রিপলগুলি ফেরত দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করলে, গোলমাল শুরু করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। দীর্ঘদিনের প্রবীণ রাজনীতিবিদকে গালিগালাজ করা ছাড়াও শারীরিক হেনস্থা করা হয়। পরবর্তীতে বিজেপি কর্মীদের চাপে পড়ে পুলিশ তাঁকে আটক করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে অভিযোগ থাকতেই পারে, সেই অভিযোগ পুলিশের কাছে করা উচিত ছিল তা না করে প্রবীণ রাজনীতিককে এইভাবে অপদস্থ করার অধিকার ভারতের সংবিধান কাউকে দেয়নি।

নয়নজুলিতে গাড়ি পড়ে মৃত্যু ২ যুবকের

সংবাদদাতা, ময়না : আত্মীয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না থানার নতুনপুকুর সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দির এলাকার কাছে একটি চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের নয়নজুলিতে পড়ে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই ব্যক্তি।

মৃতদের নাম অনিমেষ প্রামাণিক (২৮) এবং সনাতন মাইতি (৩৮)। অনিমেষের বাড়ি দক্ষিণ হরকলি গ্রামে, আর সনাতনের বাড়ি কলাগাছিয়া এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, মঙ্গলবার ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ বলাইপন্ডা-তমলুক রাজ্য সড়কের নতুনপুকুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ব্যক্তিগত গাড়ি রাস্তার পাশের নয়নজুলিতে পড়ে যায়। চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। স্থানীয় কয়েকজন যুবক জলে নেমে গাড়ির ভিতরে আটকে থাকা চারজনকে উদ্ধার করে গড়ময়না ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তাঁদের একজনের অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও বাকি তিনজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা অনিমেষ প্রামাণিককে মৃত ঘোষণা করেন। একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সনাতন মাইতির।

মিড-ডে মিলে টিকটিকি বিষক্রিয়ার ভয়ে অসুস্থ ২০

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ১ ব্লকের মহম্মদপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মনোহরপুর বান্ধব হাইস্কুলে মিড-ডে মিলের খাবারে টিকটিকি পাওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ডালে মরা টিকটিকি দেখতে পাওয়ার পর বিষক্রিয়ার আশঙ্কায় বহু পড়ুয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন অসুস্থ বোধ করতে থাকে। তাদের ছয়জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, এদিন মিড-ডে মিল বিতরণের সময় রান্না করা ডালের মধ্যে একটি মরা টিকটিকি ভাসতে দেখা যায়। তবে তার আগেই পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ৩২৬ জন ছাত্রছাত্রী খাবার খেয়ে ফেলেছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে অসুস্থতার অভিযোগ করতে শুরু করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগন্নাথ পাত্র জানান, পরিস্থিতির কথা জানিয়ে অবিলম্বে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি স্কুলে এসে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে ছয় পড়ুয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসার পর সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর মিড-ডে মিল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকদের একাংশ। রান্নার মান ও খাবারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকা জুড়ে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ পড়ুয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় যত্রতত্র জঞ্জাল ফেলায় দুর্গন্ধে এলাকার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। সোমবার সকালে ঘাটাল পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ মোড়ে আবর্জনার গাড়ি আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন

আমার বাংলা

10 June, 2026 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১০ জুন ২০২৬
বুধবার

বিজেপি সরকারের বুলডোজার-রাজনীতি

ফুটপাথ দোকানমুক্ত করার নির্দেশে দিশেহারা রঘুনাথপুরের ব্যবসায়ীরা

প্রতিবেদন : রাজ্যের সব শহরের মতোই রঘুনাথপুরেও বুলডোজার চলবে জানিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সোমবার হুঁশিয়ার করল দিতে মহকুমা প্রশাসন ও রঘুনাথপুর পুরসভা। পথে নেমে এদিন রঘুনাথপুরের মহকুমা শাসক মিঠুন বিশ্বাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহেদ শেখ-সহ পুরসভা ও থানার অন্যান্য কর্তা এই প্রচার করলেন। রঘুনাথপুর-বরাকর রাজ্য সড়কের সালকা মোড় থেকে এলআইসি মোড় পর্যন্ত প্রতিটি দোকানিকে সতর্ক করেন তাঁরা সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে গেলেন। সরকারি জায়গা দখল করে থাকা প্রতিটি দোকানিকে তাঁদের পশরা ও নির্মাণ তুলে নেওয়ার কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সাত দিনের মধ্যেই সমস্ত জায়গা খালি করে দিতে হবে। না হলে বুলডোজার চলবে। মহকুমা প্রশাসনের এই নির্দেশের পর হকার ও ছোট ব্যবসায়ীরা কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন। কীভাবে সংসার চলবে, তাই নিয়ে চিন্তায় তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীদের তরফেও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। প্রসঙ্গত, রঘুনাথপুর-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর কলেজ থেকে বুন্দলা সেতু পর্যন্ত

রাজ্যে জেসিবি দিয়ে চলছে হকার উচ্ছেদ।

দু'ধারের ফুটপাত জুড়ে প্রচুর দোকানপাট গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, রঘুনাথপুর-বাঁকুড়া, রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা এবং রঘুনাথপুর-সাঁওতালডিহি সড়কের দু'পাশেও ফুটপাথ ঘিরে হয়েছে বেশ কিছু দোকান। পুর এলাকার ভিতর বাজার, হাটতলা, সিনেমা হল রোড, ঢালাই রোড এলাকায় ফুটপাত দখল করেই চলছে ব্যবসা। পুরসভার তরফে গত বৃহস্পতিবারই অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার জন্য মাইকিং করা হয়। সে ক্ষেত্রে ৭ জুন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। তবে শহরের কোন অংশ দখলমুক্ত করা হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এবার সেই সংশয় দূর করতে মহকুমা প্রশাসন পথে নামে। কোন কোন দোকান সরিয়ে নিতে হবে সেই বিষয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি বলেন, ক'দিন আগে রাজ্য সরকারের তরফে ফুটপাথ ও অবৈধ দখলদারি হাটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক পুরসভার তরফেও মাইকিং করা হয়েছিল। বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে দোকানদারদের কারখানাগুলিতে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। দোকানের আয়ে কোনওরকমে সংসার চলে। সরকারের বুলডোজার-রাজনীতি অসংখ্য পরিবারকে রাস্তায় নামিয়ে আনবে। রঘুনাথপুর শহর হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির বিনয় ভট্টাচার্যের কথায়, ফুটপাথ দখলমুক্ত হোক আপত্তি নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবিকার জন্য ফুটপাথ কর্নার করে দেওয়া হোক। প্রচুর শিক্ষিত বেকার যুবক কাজ না পেয়ে ফুটপাথে দোকান দিয়েই পেট চালাচ্ছেন। তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক।

হোটেলে স্কুলছাত্রীর গণধর্ষণে জড়িত দোষীদের শাস্তি চেয়ে সরব নারীনিগ্রহ-বিরোধী কমিটি

দুর্গাপুরের এসডিও অফিসে স্মারকলিপি দিতে এলেন কমিটির সদস্যরা।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকার হোটেলে গণধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমেই বাড়ছে জনরোষ। ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার পথে নামল নারীনিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি। সংগঠনের সদস্যরা মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। তাতে সংগঠনের পক্ষে দাবি তোলা হয়, ঘটনায় জড়িত প্রত্যেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি যে হোটেলে এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ, সেই হোটেলের মালিক ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানানো হয়। শহরের বিভিন্ন হোটেল, লজ ও গেস্ট হাউসগুলির উপর পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করারও দাবি তোলা হয়েছে। সংগঠন সদস্যদের অভিযোগ, দুর্গাপুরে নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের ঘটনা ক্রমশ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের একা চলাফেরা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও পুলিশের আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ জরুরি বলে মনে করেন তাঁরা। নারীনিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির প্রতিনিধি রাখি মণ্ডল বলেন, যেভাবে একের পর এক ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের ঘটনা সামনে আসছে, তাতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। পুলিশকে আরও কঠোর ও সক্রিয় হতে হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই ধরনের অপরাধ বাড়তেই থাকবে। বর্তমানে দুর্গাপুরে মহিলারা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না। সংগঠনের সদস্যরা জানান, শুধু ঘটনার তদন্ত করলেই হবে না, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও নিতে হবে। শহরের বিভিন্ন হোটেল ও আবাসনগুলিতে আসা অতিথিদের পরিচয় যাচাই, সিসিটিভি নজরদারি এবং নিয়মিত পুলিশি তল্লাশির উপর জোর দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয় বলে সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফেরিওয়ালাকে খুন আটক হল অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বান্দোয়ানের সুপুরুড়ি গ্রামে এক ফেরিওয়ালা খুনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে গ্রামের একজনের বাড়ি থেকে ফেরিওয়ালা আকবর মণ্ডলের (৩৫) রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত বিশ্বনাথ মণ্ডলকে আটক করা হয়। জানা গিয়েছে, বাসনপত্র বিক্রির জন্য সুপুরুড়ি গ্রামে যান আকবর। অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে মারধর এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। বান্দোয়ান থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কী কারণে এই খুন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার নেপথ্যের কারণ জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

অজয় নদ থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচার, গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অজয় নদ থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল কাঁকসার জাঠগড়িয়া এলাকার শেখ হিরণ মণ্ডলকে। দীর্ঘদিন ধরেই সে বালি মজুত ও পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধ বালি ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল হিরণ। তার মালিকানাধীন একাধিক ট্রাক্টরের মাধ্যমে বিদবিহার সংলগ্ন অজয় নদ থেকে বালি তুলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাচার করা হত বলেও অভিযোগ। প্রসঙ্গত, অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে কড়া অভিযানে নেমেছে পুলিশ। দীর্ঘদিনের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার শেখ হিরণকে গ্রেফতার করা হয়। বালি পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোথায় কোথায় বালি মজুত করা হত তা জানার চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবারই ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বিষ্ণুপুরের নামী কাঠের ঘোড়া পাড়ি দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

প্রতিবেদন : বিষ্ণুপুরের শিল্পী অমিত শর্মার তৈরি ৩০ ইঞ্চি কাঠের ঘোড়া এবার ক্যাঙারুর দেশে পাড়ি দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনি এই কাজের বরাত পেয়েছেন। শিল্পী অমিত শর্মা সেগুলি ইতিমধ্যে তৈরিও করে ফেলেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই ক্যুরিয়ারে সেগুলো অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। অমিতবাবুর কথায়, বিষ্ণুপুরের কাঠের ঘোড়া বহুকালের ঐতিহ্যবাহী শিল্প। আমরাও বংশপরম্পরায় কাঠের শিল্পকর্ম তৈরি করি। বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ঘোড়ার পাশাপাশি কাঠের ঘোড়ারও ভালমতোই চাহিদা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরা ঘর সাজানোর উপকরণ হিসাবে এগুলি কিনে নিয়ে যান। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার ব্যবসায়ীরাও বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের এর জন্য বরাত দিয়ে থাকেন। জানা যায়, কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে এক পর্যটক আসেন এখানে। তাঁর এক আত্মীয় অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। তাঁর বাড়ি সাজানোর জন্যই কাঠের ঘোড়ার অমিতকে ঘোড়ার বরাত দিয়ে যান ওই পর্যটক। ক্যুরিয়ারে তা পাঠানো হবে অস্ট্রেলিয়ায়। বিষ্ণুপুরে সারা বছরই পর্যটকেরা আসেন দেশবিদেশ থেকে। কিন্তু, আগে পরিবহণ সমস্যার জন্য পছন্দ হলেও তাঁরা কাঠের ঘোড়া কিনে নিয়ে যেতে পারতেন না। সেই ভার এখন ক্যুরিয়ার সার্ভিস সংস্থাগুলো নিচ্ছে।

অমিতবাবু তাঁর সম্পর্কিত দাদু জগন্নাথ আচার্যের কাছ থেকেই এই পুরনো শিল্পের পাঠ নেন। কাঠের ঘোড়া তৈরি শিখিয়ে দেন তিনি। তবে একসময় ক্রেতার অভাবে এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন অমিত। পরবর্তীকালে ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে তা বাইরে পাঠানোর সুযোগ বাড়ায় চাহিদাও বেড়েছে। ফলে ফের নয়া উদ্যমে এই কাজে লেগে পড়েছেন অমিত। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমার কাঠের ঘোড়া নিয়মিত যায়। কিন্তু, বিদেশের মাটিতে এই প্রথম কাঠের ঘোড়া পাঠাচ্ছি।

পিতার সামনেই ড্যামের জলে তলিয়ে গেল ছেলে, উদ্ধার দেহ

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মুরগুমা ড্যামে মাছ ধরতে এসে মঙ্গলবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা মহানন্দ মাহাত (২৭)। মঙ্গলবার সকালে পিতা শান্তিরাম মাহাতর সঙ্গে মাছ ধরতে এসে আচমকাই জলে তলিয়ে যান তিনি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও পিতা-পুত্র মুরগুমা ড্যামে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। মাছ ধরার সময় কোনও এক মুহূর্তে মহানন্দ ভারসাম্য হারিয়ে গভীর জলে পড়ে যান। পিতা শান্তিরাম মাহাত ও আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও মুহূর্তের মধ্যেই জলে তলিয়ে যান তিনি। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথমে জাল ফেলে তল্লাশি চালানো হলেও সাফল্য মেলেনি। পরে বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা উদ্ধার অভিযানে যোগ দেন। দীর্ঘ তল্লাশির পর গ্রামবাসী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টায় অবশেষে জাল ফেলে মহানন্দ মাহাতর দেহ সকাল ১০টা ২৫ নাগাদ উদ্ধার করে স্থানীয় কোটশিলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যুবকের অকালমৃত্যুর খবরে গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া।

১০
১০ জুন ২০২৬
বুধবার

আমার বাংলা

10 June, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিজেদের নেতাকেই গ্রেফতারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ বিজেপির

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। সেই আবহেই এবার পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডাল থানার কাজোড়া মোড় এলাকায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘাত ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। এক গোষ্ঠীর নেতাকে গ্রেফতারের দাবিতে থানার সামনেই বিক্ষোভে সামিল হল অপর গোষ্ঠীর সমর্থকেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগেই কাজোড়া মোড় এলাকায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ অভিমন্যু সিং নামে এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেও ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার ওই অভিমন্যু-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আরও চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই গ্রেফতারিতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিমন্যু-অনুগামীরা। মঙ্গলবার সকালে ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। অভিযোগ, এলাকার অপর বিজেপি নেতা সঞ্জয় চৌধুরি এবং তাঁর অনুগামীরাই গোটা ঘটনার জন্য দায়ী। তাঁদের দাবি, এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা, হামলা ও মারধরের ঘটনায় সঞ্জয়ের গোষ্ঠীর ভূমিকা রয়েছে। অথচ পুলিশ একপক্ষের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। এক মহিলা বিক্ষোভকারিণীর অভিযোগ করেন, সঞ্জয় তাঁকে মারধর করেছেন এবং ধর্ষণের হুমকিও দিয়েছেন। অবিলম্বে তাঁর গ্রেফতারির দাবি জানান।

অণ্ডালে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

থানার সামনেই বিক্ষোভে শামিল বিজেপি গোষ্ঠীর সমর্থকরা।

বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি চন্দ্রনাথের নামেও অভিযোগ

প্রতিবেদন : ভোটের পরই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর নিগ্রহ ও অত্যাচার চলছেই। নানা ছুতোয়, মিথ্যে অভিযোগে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে নেতাদের। এবার ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হল। বোলপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একইসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী বাবু দাস, রায়পুর-সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিখিল বাচার-সহ ছয়জনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে। রায়পুর-সুপুর অঞ্চলের বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী এহেন অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের দাবি, ভোটের সময় প্রকাশ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন। এরপরেই হামলার ঘটনা ঘটে। সেই সংক্রান্ত একাধিক ছবি এবং তথ্যও জমা দেন তাঁরা।

নালিশের কপি দেখাচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা।

অভিযোগপত্রে বিজেপি কর্মী পথিক মাঝি উল্লেখ করেন, ২১ সালের ৩ মে ফল প্রকাশের পর ভোটপরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রায়পুর সুপুর অঞ্চলে কাকুটিয়া, সেনকাপুর, সুপুর, নুরপুর, রজতপুর সহ বিভিন্ন এলাকা। তাঁর অভিযোগ, একের পর এক বিজেপি নেতা-কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। চলে লুটপাট। এমনকী ছাড় পাননি মহিলারাও। অভিযোগে পথিক জানান, ২৩ সালে একই কায়দায় পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় ২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বোলপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী তৃণমূল কর্মী বাবু দাস পুরো ঘটনায় জড়িত।

অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বাবু দাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে বোলপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নের নোটিশ পেয়েই ইসিএলের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর বিদ্যুৎ লাইন অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সাতদিনের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ জারি হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল অণ্ডাল থানার অন্তর্গত পড়াশকোল কোলিয়ারি এলাকা। নোটিশ পেয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকাল থেকে শতাধিক মানুষ কোলিয়ারির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। ইসিএলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়ে তাঁরা অবিলম্বে নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়লাখনি এলাকার আশপাশে বসবাসকারী মানুষের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের পরিষেবা দিয়ে আসছিল ইসিএল। কোলিয়ারি এলাকার পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের এই পরিষেবা দেওয়া সংস্থার দীর্ঘদিনের রীতি বলেও দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, বহু বছর ধরে ইসিএলের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু হঠাৎই কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দেবে। আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকতে এখন সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপানোর চেষ্টা করছেন ইসিএল কর্তৃপক্ষ বলেও তাঁদের দাবি। এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ লাগানো হয়েছে, যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। আজ প্রতিবাদের সূচনা হল। আগামী দিনে জোর প্রতিবাদ হবে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মান নেমে এল ২০-তে

প্রতিবেদন : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান পড়ছেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময় বিশ্বজোড়া সুনাম ছিল। কিন্তু কেন্দ্র সরকারের হাতে পড়ার পর বিশেষ করে বিজেপি কেন্দ্রে আসার পর পঠনপাঠনের মান নেমেই চলেছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেম ওয়ার্ক প্রকাশিত তালিকায় আবারও পিছিয়ে গেল তারা। অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ, গবেষণা, প্লেসমেন্ট পারফরম্যান্স, কর্পোরেট সংযোগ এবং কর্ম সংস্থানভিত্তিক বিভিন্ন সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ধারণ করা হয়। তাতেই অবস্থান আগের বছরের তুলনায় আরও নেমেছে।

আইআইআরএফ-এর ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান ছিল ১৫। চলতি বছরে তা নেমে এসেছে ২০-তে। এর জেরে বিশ্বভারতীর সামগ্রিক শিক্ষার মান, গবেষণার পরিকাঠামো এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৃতীয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া। সেই তালিকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতীর স্থান ২০। ২০২৩-এ ছিল অষ্টম। ২০২৪-এ নেমে আসে ১৪-য়। ২০২৫-এ ১৭-য়, ২৬-এ আরও নেমে ২০-তে। তবে এই র‍্যাঙ্কিং বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, এটি একটি বেসরকারি সংস্থার প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিং। এ বিষয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। আমাদের কাছে এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বীর বিরসার মূর্তি উন্মোচন, শহিদ দিবস পালন

সংবাদদাতা, বেলিয়াবেড়া : মহান আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জননায়ক বিরসা মুন্ডার প্রয়াণদিবস প্রতি বছর ৯ জুন পালিত হয়। ১৯০০ সালের এই দিনে মাত্র ২৫ বছর বয়সে রাঁচি জেলে বন্দি অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ আজও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে। ব্রিটিশ আমলে ছোটনাগপুর অঞ্চলে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) তিনি আদিবাসী মুন্ডা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পুরো দেশ তাঁকে 'ধরতি আবা' বা 'ভগবান' বলে ডাকেন।

বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচনে তাঁর অনুগামীরা।

আদিবাসীদের অধিকার ও (বিদ্রোহ) নামে এক তীব্র স্বশাসনের দাবিতে তিনি 'উলগুলান' গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীটিকে ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' হিসেবে সাড়ম্বর পালন করা হয়। ভারত মুন্ডা সমাজ ঝাড়গ্রাম শাখা আয়োজিত আজকে গোপীবল্লভপুর দুই নং ব্লকের চোরচিতা এক নং অঞ্চলের নয়াগাতে ভগবান বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারত মুন্ডা সমাজের রাজ্য যুব সভাপতি ধরম রাজ সিং, সমাজসেবী অনুরণ সেনাপতি সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপিশাসিত রাজস্থানে জনবসতির মাঝেই বেআইনি বাজির কারখানা। আর সেখানেই মঙ্গলবার আচমকা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন এক শিশু-সহ পাঁচজন। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আরও অন্তত পাঁচজন

দিল্লি দরবার

10 June 2026 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপির উত্তরাখণ্ডে জাতপাতের বৈষম্য

উচ্চবর্ণের কিশোরীর সঙ্গে প্রেম

দলিত তরুণকে পিটিয়ে খুন করা হল গাড়োয়ালে

দেরাদুন : উচ্চবর্ণের কিশোরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার 'অপরাধে' পিটিয়ে মারা হল এই দলিত তরুণকে। ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডে। অভিযোগের আঙুল কিশোরীটির আত্মীয়দের দিকেই। তাদেরই পিটুনিতে গুরুতর জখম হয়েছে নিহত তরুণের এক বন্ধুও। রবিবার রাতে গাড়োয়ালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয় এলাকায়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বিজেপির উচ্চবর্ণ-তোষণের রাজনীতির মূল্য দিতে হচ্ছে নিম্নবর্গের মানুষকে। প্রশাসনের অপদার্থতা উসকে দিচ্ছে জাতপাতের বৈষম্য। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, দলিত তরুণের নাম কেতন লাল (১৮)। জখম বন্ধু দিবাকর দিমরি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় বৌরাড়ি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, নিহত কেতনের বাড়ি

প্রতীকী ছবি

গাড়োয়ালের দেওয়াল গ্রামে। মাস ছয়েক আগের কথা। কাছেই খোলগড় গ্রামের এক কিশোরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল কেতনের। সেই বন্ধুত্বই সময়ের হাত ধরে মোড় নেয় গভীর প্রেমে। ফোনে প্রেমালাপের পাশাপাশি তারা দেখাও করত মাঝে মাঝেই।

মৃতের বাবা ধনপাল লাল পুলিশের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করেছেন তার মোদ্দা কথা, রবিবার রাত ১১ টা নাগাদ কেতনকে ফোন করে ওই কিশোরী। আসতে বলে তাদের গ্রামে। ফোন পেয়েই বেরিয়ে পড়েন কেতন। সঙ্গে নেন বন্ধু দিবাকরকে। খোলগড় গ্রামে তাঁরা পৌঁছানো মাত্রই দু'জনকে ঘিরে ধরে কিশোরীর পরিবারের লোকজন। তাঁদের দু'জনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখে একটি ঘরে। তারপরে লাঠি এবং লোহার রড দিয়ে শুরু হয় ব্যাপক মারধর। দু'জনেই লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায়। বেগতিক দেখে পরের দিন ভোরে কেতনের বাবা ধনপালকে নিজেই ফোন করেন কিশোরীর বাবা। নিয়ে যেতে বলেন ছেলেকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছেলে কেতন এবং তার বন্ধু দিবাকরকে নিস্তেজ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ধনপাল। দ্রুত দু'জনকে নিয়ে যান চৌন্দ লম্বগাঁওয়ের একটি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে। সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় কেতনকে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে হাসপাতালেই শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ। কেতনের আত্মীয়দের পাশাপাশি বিক্ষোভে অংশ নেন স্থানীয় মানুষও। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, নিহত কেতনের বাবা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি। শুধুমাত্র আটক করা হয়েছে একজনকে। প্রশ্ন উঠেছে, শাসক বিজেপির চাপে পড়ে অভিযুক্তদের কি আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ?

বিদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রায় ৩৬ হাজার ভারতীয় সিমকার্ড

নয়াদিল্লি : সাইবার জালিয়াতির তদন্তে উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে কয়েক হাজার মোবাইল সিম কার্ড। এরমধ্যে শুধুমাত্র কম্বোডিয়া থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছিল প্রায় ৩৬ হাজার ভারতীয় সিমকার্ড। সরাসরি সাইবার প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল কমপক্ষে ৫৩০০ সিমকার্ড। ১০০ কোটি টাকারও বেশি সাইবার প্রতারণার তদন্তে নেমে এই আন্তর্জাতিক জালয়াতি চক্রের সন্ধান পেয়েছে ইডি। জানা গিয়েছে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া অন্তত ১০০টি জালিয়াতির কৌশলের মধ্যে অদ্ভুত মিল পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

রহস্যের উৎস রাজস্থান। একটি সুনির্দিষ্ট এফআইআর দায়ের করেছিল যোধপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। অভিযোগের মোদ্দা কথা, পয়েন্ট-অফ-সেল বা পিওএস কাউন্টার থেকে অবৈধ সিমকার্ড সক্রিয় করে তুলছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। তারপর তা তুলে দেওয়া হচ্ছে সাইবার অপরাধীদের হাতে। তদন্তকারীরা গভীরে ঢোকার পরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এর নেপথ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতারণাচক্র। কীভাবে সক্রিয় করা হত সিমকার্ড? তদন্তে উঠে এসেছে, এরজন্য মূলত ব্যবহার করা হত জাল নথিপত্র। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে অন্যান্য প্রতারণার পথও ব্যবহার করত আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের মাথারা। এরপর সেই সিমকার্ডগুলো পাঠানো হত কম্বোডিয়ায়। তবে সরাসরি নয়, মালয়শিয়ার নাগরিকদের মাধ্যমে। এই কম্বোডিয়াই প্রতারণাচক্রের মূল কেন্দ্র। সেখান থেকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষকে টার্গেট করত প্রতারকরা। সাইবার অপরাধীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত হোয়াটসঅ্যাপ কলে। তবে ব্যবহার করা হত অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মও।

১০০ কোটির সাইবার প্রতারণার তদন্তে বিস্ফোরক তথ্য

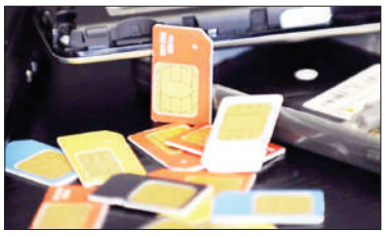

কিন্তু জাল নথিই বা কীভাবে পেত প্রতারকরা? স্বল্প শিক্ষিত এবং অসচেতন মানুষই ছিল তাদের মূল চাবিকাঠি। নম্বর পোর্ট করার নামে বা সিম দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হত তাঁদের পরিচয়পত্র। প্রচুর অচল সিমকার্ডকে সক্রিয় করে তোলা হত সেই পরিচয়পত্রের ভিত্তিতেই। সেগুলি চিহ্নিত করে উদ্ধারের চেষ্টায় নেমেছেন তদন্তকারীরা।

সাজা শেষ, এখনও বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি ১৪৮ ভারতীয়

ঢাকা : সাজার মেয়াদ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। তবুও দেশে ফিরতে পারছেন না বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি ১৪৮ জন ভারতীয়। সবমিলিয়ে মোট ১৫২ জন বিদেশি বন্দিজীবন ভোগ করছেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ্যে এসেছে এই তথ্য। কিন্তু কেন এখনও আটকে রাখা হয়েছে এতজন বিদেশিকে? প্রতিবেদন বলছে, এরজন্য মূলত দায়ী সরকারি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় অযথা বিলম্ব। এবং অবশ্যই এক অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা। এককথায়, আমলাতন্ত্র এবং কূটনৈতিক জটিলতার কারণেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে ভারতীয়দের বন্দিদশা। সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবে বাংলাদেশে কারাকর্তাদের দাবি, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার জন্যই আটক করা হয়েছিল কিছু ভারতীয়কে। এই অভিযোগকে অবশ্য একটা বাহানা বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, বিনা অপরাধেই জেলে পোরা হয়েছে অনেক ভারতীয়কে। এবং সাজার মেয়াদ কয়েকবছর আগে শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে আটকে রাখা হচ্ছে তাঁদের।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, শুধুমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমের শরিয়তপুর জেলা কারাগারেই বন্দি রয়েছেন ১৭ ভারতীয়। জেলসুপার পাপিয়া সুলতানার বক্তব্য, ২০২২ ও ২০২৩ সালে পদ্মাসেতুর কাছ থেকে ২০ জন ভারতীয়কে আটক করে পাঠানো হয়েছিল কারাগারে। মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এখনও মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। টেকনিক্যাল কারণে তাঁরা রয়ে গেছেন রিলিজ প্রিজনার হিসেবে।

কং-মনোনয়ন বাতিল করে জয় বিজেপির

ভোপাল : নেপথ্যে বিজেপির চক্রান্ত! কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন মিথ্যা অজুহাতে বাতিল করে দেওয়া হল মধ্যপ্রদেশে। রাজ্যসভার তৃতীয় আসন সুকৌশলে জিতে নিল বিজেপি। মীনাক্ষী নটরাজনকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপির দুই নেতা। কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে নাকি ফৌজদারি মামলা রয়েছে হায়দরাবাদের আদালতে। তাই প্রার্থীপদ বাতিল করার দাবি জানায় তারা। কংগ্রেসের বক্তব্য, এই অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দিল মীনাক্ষীর মনোনয়নপত্র।

দিল্লির পর ১১ জুন পুণেতে আন্দোলনে নামছে ককরোচ

নয়াদিল্লি : আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি। যন্তরমন্তরের পর এবার পুণেতে প্রতিবাদে নামছে তারা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করলে দেশজুড়ে আন্দোলন হবে। যন্তরমন্তর থেকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন ককরোচ জনতা পার্টির আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে। সেই সঙ্গে তিনি নিজে দেশের একাধিক শহরে ঘোরার বার্তাও দিয়েছিলেন। সেই মতো ১১ জুন পরবর্তী কর্মসূচি পুণে শহরে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা করা হল সিজেপির তরফে।

৬ জুন দিল্লি যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিল ককরোচ জনতা পার্টি। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই হুঁশিয়ারিতে কোনওরকম পদক্ষেপ না নেওয়ায় বিক্ষোভ কর্মসূচি নতুন উদ্যোগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকের। শুধুমাত্র দিল্লি শহরে নয়, দেশের অন্যান্য শহরে যুব সমাজকে নিয়ে আন্দোলন করতে হবে, বলেই তিনি জানিয়েছিলেন। এবং নিজে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো দ্বিতীয় কর্মসূচির জন্য বেছে নেওয়া হল পুণে শহরকে। মঙ্গলবার সিজেপির তরফে জানানো হয়, ১১ জুন তারা প্রতিবাদ মিছিল করবে মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে। বিকেল চারটের সময় সমস্ত সমর্থকদের জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে।

দেশ বিদেশ

10 June, 2026 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম দুই সেনার মৃত্যুর কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করল ইরান। মঙ্গলবার ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে যে, ইজরায়েলি হামলায় বাহমান হোসেইনি এবং আলি রেজা আবির নামে দুই ইরানি সেনা নিহত হয়েছেন

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গুলি: প্রতিবাদে উত্তাল ব্রিটেন

নিহত ১১, চিঠি দিলেন ৩০ জন ব্রিটিশ সাংসদ

লন্ডন ও ব্র্যাডফোর্ড: পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) রাওলাকোটে আন্দোলনকারীদের ওপর পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু এবং ৭০ জন আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে এবার উত্তাল হয়ে উঠেছে ব্রিটেন। এই বর্বরোচিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রবাসী কাশ্মীরি সম্প্রদায় যুক্তরাজ্যের পাকিস্তানি কনস্যুলেটের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। একইসঙ্গে এই পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন অন্তত ৩০ জন ব্রিটিশ সাংসদ।

মঙ্গলবার ব্র্যাডফোর্ডে অবস্থিত পাকিস্তানি কনস্যুলেটের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, পিওকে জুড়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া সাধারণ নাগরিকদের ওপর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করছে। আয়োজকদের দাবি, গত ৫ জুন থেকে রাওলাকোটে তীব্র হওয়া আন্দোলনের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিবর্ষণে বহু বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্র্যাডফোর্ড ইস্টের এমপি ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন ব্রিটিশ আইনপ্রণেতা যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। পিওকে-তে চলমান গণগ্রেপ্তার, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা প্রশমনে যুক্তরাজ্য সরকারকে অবিলম্বে সক্রিয় কূটনৈতিক ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে এই অশান্তির মূল সূত্রপাত ঘটে আটা ও বিদ্যুতে ভর্তুকি এবং কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার মতো মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক ত্রাণের দাবিতে। আন্দোলন পরিচালনাকারী যৌথ আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি) তাদের ৩৮ দফা দাবি আদায়ে ৯ জুন একটি প্রতিবাদ মার্চের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তার আগেই গত শুক্রবার আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ জেএএসি-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করে। পিওকে অ্যাক্টিভিস্টদের একাংশের দাবি, গত দুই দিনের সরকারি দমনপীড়নে নিহতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। কশ্মীর বিষয়ক অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) চেয়ারম্যান এমপি ইমরান হোসেনের স্বাক্ষরিত চিঠিতে ব্রিটিশ এমপিরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এই দমনপীড়নের শিকার হয়ে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিকও সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এই অঞ্চলে ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস আরও বাড়ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার সেখানে আটকে থাকা তাদের নাগরিকদের সুরক্ষায় কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিনের শাসনতান্ত্রিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জেরে থমকে যাওয়া এই আলোচনা পুনরায় শুরু করতে এবং পরিস্থিতি শান্ত করতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির দাবি জানিয়েছে ব্রিটিশ সংসদীয় দল।

পাক আগ্রাসনের নিন্দা করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি : পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ১১ জন নিহত হওয়ার খবরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসলামাবাদের তীব্র সমালোচনা করল নয়াদিল্লি। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রক আশা প্রকাশ করেছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই অপকর্ম ও অত্যাচারের জন্য পাকিস্তানকে সরাসরি 'দায়ী' করবে। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, আমরা এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান থেকে ভুয়ো খবর এবং ভিডিও ছড়ানোর একটি চেনা ছক লক্ষ্য করছি। এটি আসলে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের একটি মরিয়া চেষ্টা। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পুলিশের চরম বর্বরতার খবর পাওয়া যাচ্ছে, যার ফলে বেশ কয়েকজন নিহত এবং অনেকেই আহত হয়েছেন। আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানের এই অপকর্ম ও অত্যাচারের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করবে।

ভিসা-নীতি নিয়ে কোর্টে ধাক্কা ট্রাম্পের

প্রেসিডেন্টের শর্ত বেআইনি, বলল আদালত

ওয়াশিংটন : ভিসা সংক্রান্ত নীতি নিয়ে বড়সড় ধাক্কা খেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এইচ-১বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলির উপর যে মাশুল চাপিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন, তাকে বেআইনি বলে জানিয়ে দিল আদালত। এই সংক্রান্ত সব ধরনের শর্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ভিনদেশের কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এইচ-১বি ভিসার আবেদনে কড়াকড়ি চালু করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তখন জানানো হয়, অ-অভিবাসী এই ভিসা আবেদনের সময়ে এক লক্ষ ডলার জমা দিতে হবে মার্কিন সংস্থাগুলিকে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আমেরিকার বস্টনের এক ফেডারেল কোর্টে মামলা দায়ের হয়। শুনানিতে সংশ্লিষ্ট আদালত ট্রাম্পের চাপানো এইচ-১বি ভিসার শর্ত বাতিল করে

দিয়েছে। বিচারক লিও সোরোকিন তাঁর রায়ে জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে এই ধরনের পরিবর্তন বা শর্ত চাপানোর ক্ষমতা শুধু মার্কিন কংগ্রেসেরই রয়েছে। এইচ-১বি ভিসার আবেদনের উপর কর চাপানোর কোনও ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ছিল না। মার্কিন আদালতের এই রায়ে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে ভিনদেশ থেকে আমেরিকায় কাজ করতে যাওয়া দক্ষ কর্মীরা।

উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভেন্ডর পরিকাঠামো সরাল সিবিএসই

পরীক্ষা কেলেঙ্কারি

নয়াদিল্লি : চলতি বছর সর্বভারতীয় দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্র কেলেঙ্কারির পর মূল্যায়নে ব্যবহৃত অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগের জেরে হায়দরাবাদ-ভিত্তিক সংস্থা 'কোয়েম্পট এডুটেক প্রাইভেট লিমিটেড'-এর প্ল্যাটফর্ম থেকে পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সরিয়ে নিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। ভেন্ডরের পরিকাঠামো থেকে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার সমস্ত ডেটা বা তথ্য ইতিমধ্যেই সিবিএসইর নিজস্ব পরিকাঠামোয় স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং চলতি সপ্তাহ থেকে বোর্ডের নিজস্ব পোর্টালের মাধ্যমেই দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। চলতি বছর দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা, এর জন্য দরপত্র বা টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং সাইবার নিরাপত্তার ঘাটতি নিয়ে যখন একাধিক প্রশ্ন উঠছে, তখনই এই বড় পদক্ষেপ করতে বাধ্য হল বোর্ড।

কারিগরি পর্যালোচনার সঙ্গে যুক্ত আইআইটি কানপুরের এক পদস্থ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মূলত নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কার কারণেই এই প্রক্রিয়াটি সিবিএসইর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা পরিকাঠামোয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু সংশোধন ও পরীক্ষার পর কোয়েম্পটের তৈরি সফটওয়্যার কোডটি বোর্ড ব্যবহার করলেও, পুরো সিস্টেমটি এখন সিবিএসইর নিজস্ব সার্ভার ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। যদিও সিবিএসই-র পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ত্রুটির কারণে এই পরিবর্তনের কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়নি, তবে তাদের দাবি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সততা, গোপনীয়তা এবং নির্ভুলতা রক্ষা করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ মে ফলাফল প্রকাশের আগে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ১ কোটি উত্তরপত্র ডিজিটালভাবে মূল্যায়নের জন্য দেশ জুড়ে প্রথমবারের মতো এই ওএসএম ব্যবস্থা চালু করা হয়, যা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র বিতর্ক চলছে। ফল প্রকাশের পর থেকেই বহু শিক্ষার্থী অস্পষ্ট বা ঝাপসা স্ক্যান কপি, মূল্যায়নে অনিয়ম এবং ফলাফল-পরবর্তী পরিষেবা পোর্টালে প্রযুক্তিগত সমস্যার অভিযোগ তোলেন। এমনকী সিবিএসইর পক্ষ থেকে তাদের ফলাফল-পরবর্তী পোর্টালটিতে সাইবার হামলার অভিযোগ এনে দিল্লি পুলিশের কাছে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে, যার তদন্ত চলছে তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) আইনের অধীনে। এর আগে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এই প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখতে আইআইটি কানপুর এবং আইআইটি মাদ্রাজকে নির্দেশ দিয়েছিল। এই দুই প্রতিষ্ঠানের চার সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটি পর্যালোচনা এবং সংশোধনের কাজ তদারকি করছে। এরই মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়ার সময় কোয়েম্পট সংস্থার জমা দেওয়া সাইবার নিরাপত্তা শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। জানা গেছে, সিবিএসই প্ল্যাটফর্মটির নিরাপত্তার প্রমাণ হিসেবে যে শংসাপত্রগুলি গ্রহণ করেছিল, সেগুলি হয় অন্য কোনো গ্রাহকের কাজের জন্য তৈরি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়ার আগেই সেগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। নথিপত্র অনুযায়ী, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ইস্যু করা একটি শংসাপত্র ওড়িশার বিজু পট্টনায়েক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির 'অনমার্ক' প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের জন্য ছিল। ২০২৫ সালের অগাস্টে সিবিএসই যখন টেন্ডার ডাকে, ততদিনে ওই শংসাপত্রটি প্রায় দু বছরের পুরোনো এবং তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ২০২৫ সালের অক্টোবরের আরেকটি শংসাপত্রে দেখা গেছে সেটি সিবিএসইর লাইভ সিস্টেমের জন্য নয়, বরং ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রি-প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে 'ওয়ানএক্স' নামক একটি অ্যাপ্লিকেশনের পরীক্ষার জন্য ছিল এবং সেখানেও প্রোডাকশন সার্ভারের নিরাপত্তা জোরদার করার কাজ বাকি ছিল। অর্থাৎ, কোনো শংসাপত্রই সরাসরি সিবিএসইর ব্যবস্থার জন্য ছিল না। নিরাপত্তা শংসাপত্রের এই ব্যাপক ত্রুটি নিয়ে বিতর্ক আরও দানা বেঁধেছে কারণ চলতি বছরের শুরুর দিকেই সাইবার নিরাপত্তা গবেষকেরা এই ওএসএম প্ল্যাটফর্মের বেশ কিছু গুরুতর ত্রুটি ফাঁস করেছিলেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে কোয়েম্পট সংস্থার সাথে এই চুক্তি দেওয়া হয়, যা ছিল দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা শুরু হওয়ার মাত্র ৭৪ দিন আগে। পাশাপাশি, এই চুক্তির আর্থিক দিক নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, চূড়ান্ত টেন্ডারে যোগ্যতার শর্তাবলি শিথিল করে একটি নির্দিষ্ট ভেন্ডরকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং গুণমানের সঙ্গে আপস করা হয়েছে। এর জেরে দেশের কয়েক লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ এখন সঙ্কটে।

অ্যালবিনিজমে আক্রান্ত শিশুদের সবসময় ক্লাসে বোর্ডের কাছাকাছি বসানো জরুরি। তাদের পড়াশুনোর জন্য বড় অক্ষরের বই বা বিশেষ ভিস্যুয়াল এইডস ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া উচিত

বিরল রোগ অ্যালবিনিজম

অ্যালবিনো বা অ্যালবিনিজম এক জন্মগত ব্যাধি বা জিনগত অবস্থা। প্রতিবছর জুন মাসে পালিত হয় আন্তর্জাতিক অ্যালবিনিজম সচেতনতা দিবস। এর উদ্দেশ্য অ্যালবিনো আক্রান্তকে নিয়ে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ভুল ধারণা ভেঙে সচেতনতা তৈরি করা। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সামনেই আন্তজাতিক অ্যালবিনিজম সচেতনতা দিবস। লাতিন শব্দ albus-এর অর্থ সাদা অথবা বর্ণহীন। অ্যালবিনিজম হল একটি জন্মগত ব্যাধি। ২০২৬ সালে এই দিনটি পালনের থিম হল ‘প্রাউডলি ইন মাই স্কিন, সেলিব্রেটিং অল স্কিন টোন’। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিনটিকে আন্তজাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য অ্যালবিনো ব্যক্তিদের সামাজিক সম্মান, মানবাধিকার ও মর্যাদা উদযাপন করা। তাঁদের বিরুদ্ধে হওয়া বৈষম্য ও কুসংস্কার দূর করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

দিনটি পালনের লক্ষ্যগুলি

- বর্ণভিত্তিক বৈষম্য সহ্য করতে হয় অ্যালবিনিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের। অনেক সময় তাঁরা নানা ধরনের পরিষেবা পেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা। সহিংসতা এবং কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা করা।
- অ্যালবিনিজমে আক্রান্তের মানসিক পরিস্থিতি যেমন ভয়, অ্যাংজাইটি, অবসাদ, হীনমন্যতা, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। যাতে এই ধরনের সমস্যাগুলো তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন।
- অ্যালবিনিজম আক্রান্তের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, গায়ের রঙের উর্ধ্বে উঠে পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে দেখা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে এই বিষয়ে সক্রিয় করে তোলা।
- অ্যালবিনিজমে আক্রান্ত মানুষদের সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা এবং ত্বকের ক্যান্সার প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতন করা।

অ্যালবিনিজম কী

অ্যালবিনিজম বা রংহীনতা হল একটি জিনগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অ-সংক্রামক অবস্থা বা জিনগত সমস্যা। যেখানে জন্ম থেকেই একজন ব্যক্তির ত্বক, চুল এবং চোখে পিগমেন্টেশনের (মেলানিনের) অভাব থাকে। বাবা অথবা মা যদি এর বাহক হয় তবে তাঁদের দেহে এমন এক প্রচ্ছন্ন জিন থাকে যার প্রভাবে সন্তানের দেহে কোনও রঞ্জক পদার্থ অর্থাৎ মেলানিন তৈরি হয় না। এই মেলানিন আমাদের মানবদেহের চামড়ার বাদামি রং, চোখের পিউপিলের রং ও চুলের রঙের জন্য দায়ী। অ্যালবিনিজম থাকলে শিশু সম্পূর্ণ মেলানিন ছাড়াই জন্ম নেয়।

অ্যালবিনিজমের ধরন

বিভিন্ন ধরনের অ্যালবিনিজম রয়েছে যেমন অকুলোকিউটেনিয়াস অ্যালবিনিজম (Oculocutaneous Albinism - OCA) : এটি অ্যালবিনিজমের সবচেয়ে সাধারণ রূপ, যা ত্বক, চুল এবং চোখ— এই তিনটি অংশকেই প্রভাবিত করে। এর ফলে পুরো শরীর সাদা হয়ে যায়।

এর আবার চারটি ধরন আছে।

টাইপ ১ (OCA1) : এতে মেলানিন রঞ্জক পদার্থ একদমই তৈরি হয় না। আক্রান্ত ব্যক্তির জন্মের সময় থেকেই সাদা চুল, অত্যন্ত ফ্যাকাশে বা দুধের মতো ত্বক এবং হালকা নীল চোখ দেখা যায়।

টাইপ ২ (OCA2) : টাইপ ১-এর তুলনায় এটি কম গুরুতর। এতে শরীরে কিছুটা মেলানিন উৎপন্ন হয়, তাই চুল ও ত্বকের রঙ কিছুটা হালকা হলুদ বা বাদামী হয়।

টাইপ ৩ (OCA3) : এটি প্রধানত দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে দেখা যায়। এতে ত্বকে কিছুটা লালচে-বাদামি আভা এবং চোখের রঙ হালকা থাকতে পারে।

টাইপ ৪ (OCA4) : এটি পূর্ব এশিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে (যেমন : জাপান ও চিন) বেশি দেখা যায়।

অকুলার অ্যালবিনিজম (Ocular Albinism - OA) : এই ধরনের অ্যালবিনিজম প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র চোখকে প্রভাবিত করে। ত্বক এবং চুলের স্বাভাবিক রঙ পরিবারের অন্য সদস্যদের মতোই থাকে। এটি মূলত এক্স ক্রোমোজোমে জিনের পরিবর্তনের কারণে ঘটে এবং সাধারণত পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

কিছু বিরল সিন্ড্রোম : অ্যালবিনিজমের সঙ্গে যুক্ত কিছু অত্যন্ত বিরল জেনেটিক অবস্থা রয়েছে, যা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করে।

হারমানস্কি-পুডলাক সিন্ড্রোম (Hermansky-Pudlak syndrome): অকুলোকিউটেনিয়াস অ্যালবিনিজম এই সিনড্রোমের অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গ। ফুসফুস ও অন্ত্রের সমস্যা, রক্ত জমাটবাঁধার মতো জটিলতাও এবং ত্বক-চোখ-চুলে রঞ্জকের অভাব তৈরি করে।

চেডিয়াক-হিগাশি সিন্ড্রোম (Chediak-Higashi syndrome) : একটি বিরল জেনেটিক ব্যাধি যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় এবং ত্বক ও চোখে রঞ্জকের অভাব (অকুলোকিউটেনিয়াস অ্যালবিনিজম) তৈরি করে।

বংশানুক্রমিকভাবে বাহিত হয়

অ্যালবিনিজম যেহেতু জিনগত সমস্যা তাই এটা বংশানুক্রমে বাহিত হয় যদিও এর জন্য দায়ী বেশিরভাগ জিনই প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই এটি বিরল বলে ধরা হয়। অ্যালবিনো আক্রান্ত মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। তবে মেলানিন না থাকলে চামড়া সূর্যের আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং দৃষ্টিশক্তিতেও সমস্যা আসে। জিনগত সমস্যা বলেই অ্যালবিনিজমের কোনও প্রতিরোধ নেই। তাই বংশে কারও এই সমস্যা থাকলে সেই পরিবারের কেউ সন্তান ধারণের আগে অবশ্যই জিন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে নিন।

অ্যালবিনিজম ও ভিটিলিগো

অ্যালবিনিজম এবং ভিটিলিগো বা শ্বেতী ত্বকের রঞ্জক পদার্থ বা মেলানিনের সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ হলেও এক জিনিস নয়। অ্যালবিনিজম জন্মগত জেনেটিক ব্যাধি যার ফলে সম্পূর্ণ শরীর, চুল, ত্বক, চুল, চোখ বর্ণহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ভিটিলিগো বা শ্বেতী হল অর্জিত অটোইমিউন রোগ। রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হলে জন্মের পরে বয়সের যে কোনও ধাপে ভিটিলিগো হতে পারে। এক্ষেত্রে দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি মেলানিনকে শত্রু ভেবে ধ্বংস করা শুরু করে। ফলে গায় সাদা-সাদা দাগ দেখা দেয়।

অ্যালবিনিজম প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

অ্যালবিনিজম এক জেনেটিক ব্যাধি। এর ফলে এই বিরল রোগ নিরাময়যোগ্য নয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটা মূল লক্ষ্য থাকে তা হল দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করা এবং ত্বকের সুরক্ষা। এ ছাড়া সাজারি করা হয় চোখের। চোখের পেশির ভারসাম্যতা কমাতে বা কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণ করতে। তবে নতুন কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি এখন এসছে যা কার্যকরী। এই নিয়ে চলছে গবেষণাও। অ্যালবিনো আক্রান্তের ত্বক সুরক্ষায় উচ্চমাত্রার এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার, রোদ থেকে বাঁচতে সম্পূর্ণ গা-ঢাকা পোশাক পরা এবং চামড়ার নিয়মিত পরীক্ষা জরুরি। এটা দেখা ত্বকে কোনও অস্বাভাবিক তিল বা দাগ বা ক্ষত দেখা যাচ্ছে কি না। সেই অনুযায়ী চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

মাঠে ময়দানে

10 June, 2026 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিয়েছ, আন্দ্রে জেরেভকে বার্তা নোভাক জকোভিচের

ব্যর্থ বৈভব, জয় দলের

ডাম্বুলা, ৯ জুন : প্রথম একদিনের ম্যাচে শ্রীলঙ্কা এ দলের বিরুদ্ধে ৮ রানে জিতল ভারত এ। যদিও রান পেল না বৈভব সূর্যবংশী। মঙ্গলবার ওপেন করতে নেমে, ১২ বলে তিনটি চার মেরে ১৪ রান করে আউট হয় বৈভব। যদিও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সেঞ্চুরি ও তিলক ভার্মার হাফ সেঞ্চুরি সুবাদে ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ২৭৭ রান তুলেছিল ভারত এ। ঋতুরাজ ১১৪ বলে ১০১ রান করেন। তিলকের অবদান ৯৭ বলে ৬০ রান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪৮.৫ ওভারে ২৬৯ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা এ। ভারতের আশার্দ খান, অনুকুল রায়, বিপরাজ নিগম ও আয়ুষ বাদোনি ২টি করে উইকেট পান।

বিশ্রামে সিরাজ

মুম্বই, ৯ জুন : আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের টি-২০ সিরিজের দলে পরিবর্তন। অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ সিরাজকে বিশ্রাম দিয়ে তাঁর বদলে নেওয়া হল প্রসিধ কৃষ্ণকে। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল বোর্ড টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছে, সিরাজের শরীরের ধকল সামলাতে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। ক্রমাগত ক্রিকেট খেলছেন তিনি। এভাবে চললে তিনি বড় চোট পেতে পারেন। তার পরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সিরাজকে বিশ্রামে পাঠানো হবে। তাঁর বদলে দলে এসেছেন প্রসিধ। বাকি দল একই রয়েছে।

জয়ী পেরেজ

মাদ্রিদ, ৯ জুন : প্রতিপক্ষ এনরিকে রিকেলমেকে হারিয়ে আরও চার বছরের জন্য রিয়াল মাদ্রিদের সভাপতি হলেন ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। নির্বাচনী লড়াইয়ে পেরেজ পেয়েছেন ২১,৭৪১ ভোট। অন্যদিকে, রিকেলমে পেয়েছেন ১১,৮১৪ ভোট। এই জয়ের সুবাদে ২০৩০ সাল পর্যন্ত রিয়ালের সভাপতি থাকবেন পেরেজ। প্রসঙ্গত, ২০০০ সাল থেকেই বেশিরভাগ সময় রিয়ালের সভাপতি আছেন পেরেজ। মাঝে শুধু ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন না। এদিকে, পেরেজের জয়ের পরেই নতুন মরশুমে রিয়ালের কোচ হওয়া নিশ্চিত হোসে মোরিনহোর। পেরেজ আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি নির্বাচনে জিতলে, মোরিনহোকেই কোচ করবেন।

ওসিআই কোটা, ডুরান্ড বিদেশিহীন?

সাত মাসের আইএসএল শুরু হয়তো ৪ সেপ্টেম্বর

প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে চাপের মুখে ক্লাব জোটের আইএসএল আয়োজনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সাত মাসের পূর্ণাঙ্গ আইএসএল আয়োজন নিয়ে ফেডারেশন ও ক্লাবগুলির মধ্যে চুক্তি আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে সেরা ফেলা হতে পারে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে এআইএফএফ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ। একইসঙ্গে ফেডারেশন কর্তা জানিয়ে দিলেন, ২০২৬-২৭ মরশুমের আইএসএল আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আপাতত দু'বছরের জন্য ক্লাবদের নেতৃত্বাধীন মডেলে লিগ হবে। দু'বছর পর পর্যালোচনা হবে।

সত্যনারায়ণ বলেছেন, আমরা নীতিগতভাবে ক্লাবগুলির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছি। ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমরা সেটা জানিয়েছি। উনিও খুশি হয়েছেন। আমরা ১৫ জুন লিগ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করব। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলার চেষ্টা করব। আইএসএল কিক অফের দিন কার্যত চূড়ান্ত। ২০২৬-২৭ মরশুমের আইএসএল শুরু হবে ৪ সেপ্টেম্বর। ১৪টি দলকে নিয়ে হোম এবং অ্যাওয়ে ফরম্যাটে পুরো সাত মাসের আইএসএল হবে। ডুরান্ড কাপের উইন্ডো ২৫ জুন থেকে ২৫ জুলাই।

সত্যনারায়ণের দাবি, ক্লাবগুলি বাণিজ্যিক দিকটা দেখবে। কিন্তু সেটা ফেডারেশনের নজরদারিতেই হবে। এআইএফএফ এখনও লিগের আয়োজকই থাকবে। ক্লাবগুলির স্বার্থেই আমরা সম্মতি দিয়েছি। দু'বছর পর আমরা রিভিউ করব।

মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সিইও বিনয় চোপড়ার উদ্যোগে এবার ডুরান্ড কাপ বিদেশিহীন হতে পারে। জাতীয় দলে ভারতীয় ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যেই বিদেশি ফুটবলার ছাড়া ডুরান্ড আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছিল মোহনবাগান। সেই প্রস্তাবেই সিলমোহর পড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। একইসঙ্গে আর্থিক সমস্যার বিষয়টি মাথায় রেখে আইএসএলে এক বিদেশি কমানোর প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। সেটা হলে ছ'জনের পরিবর্তে পাঁচ বিদেশি সই করাতে পারবে ক্লাবগুলি। কিন্তু খেলবে চার বিদেশিই। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওসিআই কোটার ফুটবলার দলে নেওয়ার প্রস্তাব ক্লাবগুলির কাছে রেখেছে ফেডারেশন। এরজন্য আলাদা কোটা রাখা হতে পারে আইএসএলে। ২৮ জন ওসিআই/পিআইও ফুটবলারের তালিকা তৈরি করেছে এআইএফএফ।

এদিকে, ফিফা উইন্ডোর বাইরে জাতীয় দলে ফুটবলার না ছাড়ায় মোহনবাগানকে সতর্ক করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। জাতীয় দলের স্বার্থে ফুটবলার না ছাড়লে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী।

রোহিত-হার্দিককে ছাড়পত্র বোর্ডের

বেঙ্গালুরু, ৯ জুন : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজ খেলার ছাড়পত্র পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া ও রোহিত শর্মা। ১৩ জুন ধর্মশালায় সিরিজের প্রথম ম্যাচ। পরের দুই ম্যাচ যথাক্রমে ১৭ জুন (লখনউ) ও ২০ জুন (চেন্নাই)। বিরাট কোহলি চোটের কারণে আগেই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। তবে হার্দিক ও রোহিত ফিটনেস টেস্ট উতরে যাওয়াতে স্বস্তি ফিরল ভারতীয় শিবিরে।

আইপিএলের সময় চোট পেয়েছিলেন রোহিত ও হার্দিক। কয়েকটি ম্যাচে খেলতেও পারেননি তাঁরা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করার সময়ই জানানো হয়েছিল, রোহিত ও হার্দিককে বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যেতে হবে। সেখানে ফিটনেস পরীক্ষা হবে দু'জনের। পাশ করলে তবেই আফগানিস্তান সিরিজে খেলতে পারবেন তাঁরা। সংবাদ সংস্থার খবর, দু'জনকেই বোর্ডের তরফে সিরিজ খেলার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন হার্দিক। তাঁর পিঠের চোট সারিয়ে তোলার প্রক্রিয়া চলেছে সেখানে। টানা পাঁচদিন ম্যাচ পরিস্থিতিতে ১০ ওভার করে বোলিংও করেছেন হার্দিক। সূত্রের খবর, হার্দিকের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচরা। চোটের জন্য হার্দিকের আর সমস্যা নেই বলেই মনে করছেন তাঁরা। রোহিতের ফিটনেসেও কোচেরা সন্তুষ্ট বলেই খবর।

গুকেশের অনুপ্রেরণা হোক প্রজ্ঞা: আনন্দ

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : সদ্য নরওয়ে দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। অথচ ফর্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছেন বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ। নরওয়েতে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন তিনি। দুই ভারতীয় দাবাড়ুকে নিয়ে মুখ খুললেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ। তিনি জানাচ্ছেন, কঠিন সময় কাটাতে প্রজ্ঞানন্দ-ই অনুপ্রেরণা হতে পারে গুকেশের।

আনন্দ বলছেন, এই মুহূর্তে প্রজ্ঞানন্দ গুকেশের চেয়ে ভাল খেলছে। তবে দাবায় পরিস্থিতি দ্রুত বদলায়। গুকেশ কোনও জায়গায় আটকে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, প্রজ্ঞার থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে গুকেশ। প্রজ্ঞা দেখিয়ে দিয়েছে, কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতা রাখতে পারলে সাফল্য আসবেই। প্রজ্ঞানন্দর প্রশংসা করে আনন্দ আরও বলেছেন, গত দেড় বছর ধরে প্রজ্ঞানন্দ একই রকম ভাবে খেলছে। ও সবসময় লড়াইয়ের জন্যব প্রস্তুত থাকে। তারই ফল পাচ্ছে।

ভারতীয় দাবার ভবিষ্যৎ নিয়ে আনন্দের বক্তব্য, ভারত অবশ্যই বর্তমানে বিশ্বের সেরা তিন দাবা শক্তির একটি। দেশে ৯৫ জন গ্র্যান্ডমাস্টার রয়েছে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রয়েছে এবং আরও অনেক দাবাড়ু শীর্ষস্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। বিশেষ করে গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দ এবং অর্জুন এরিগাইসির মধ্যেক সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতীয় দাবার মানকে আরও উঁচুতে তুলে দিয়েছে।

এগিয়েও ড্র করল ভারত

তুরসুনজোডা, ৯ জুন : তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে লড়াকু ফুটবল খেলেও পুরো পয়েন্ট পেল না ভারত। এগিয়ে থেকেও শেষ মুহূর্তের ভুলে পেনাল্টিতে গোল হজম করে ১-১ ড্র করল খালিদ জামিলের দল। জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ব্যর্থতাই সঙ্গী খালিদের। প্রথম ফ্রেন্ডলিতে হার ভুলে এদিন শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ভারত। হিসোর স্টেডিয়ামে ম্যাচের ২৩ মিনিটে বিক্রমপ্রতাপ সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় ব্লু টাইগার্স। ফ্রি-কিক নিয়েছিলেন ফারুখ চৌধরি। ভারতীয় ফুটবলারের শট ঠিকমতো তালুবন্দি করতে পারেননি তাজিকিস্তানের গোলকিপার রুস্তম। তাঁর হাত থেকে বল বেরিয়ে এলে গোল করেন বিক্রম। শেষ মুহূর্তে ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায় তাজিকিস্তান।

পানশালায় হাতাহাতি অবসরে পথে স্টোকস

লন্ডন, ৯ জুন : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস টেস্ট জেতার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পানশালায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর বিতর্কে জড়িয়ে ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়কত্ব ছাড়ার পথে বেন স্টোকস। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণাও করে দিতে পারেন বলে খবর।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৭ সালে এমনই এক পানশালায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন স্টোকস। এরপর পানশালায় হাতাহাতির ঘটনা ঘটিয়েছেন হ্যারি ব্রুকস, বেন ডাকেটের মতো ইংরেজ ক্রিকেটারও। সেই কারণেই ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে, সিরিজ চলাকালীন পানশালায় যেতে পারবেন না ক্রিকেটারেরা। সেই নিয়ম ভেঙেছেন স্টোকসরা। মধ্যরাতে পানশালায় গিয়েছিলেন স্টোকস ও দলের অন্যতম পেসার গাস অ্যাটকিনসন। সেখানে এক রাগবি খেলোয়াড়ের সঙ্গে মারামারি করেছেন তাঁরা। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল ইংল্যান্ড বোর্ড। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছিল, ভোররাত পর্যন্ত পানশালায় ছিলেন স্টোকস ও অ্যাটকিনসন। সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। তারপর রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। যে নিয়ম ভাঙা হয়েছে তার তদন্ত করছে বোর্ড। তাই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দল আপাতত ঘোষণা করা হচ্ছে না। যদিও বোর্ড শাস্তি দেওয়ার আগে নিজেই সরে যেতে পারেন স্টোকস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্র্যাকটিসের মাঠের পাশেই সাপের বাসা! বিশ্বকাপে সমস্যায় সুইজারল্যান্ড দল

মাঠে ময়দানে

10 June, 2026 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ জুন ২০২৬
বুধবার

কাল থেকে শুরু বিশ্বকাপ

ঝড়ের কবলে পড়তে পারে উদ্বোধনী ম্যাচ

মেক্সিকো সিটি, ৯ জুন : বিশ্বকাপে এবার সব দলেরই কমন প্রতিপক্ষের নাম আবহাওয়া। উত্তর আমেরিকায় গ্রীষ্মের দাবদাহ বিশ্বকাপের ছন্দ নষ্ট করতে পারে। সঙ্গে বেশ কিছু শহরে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতে খেলায় বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ১১ জুন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টায় অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। ম্যাচটি হবে মেক্সিকো সিটিতে। তার আগে ঘণ্টাখানেকের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রয়েছে। যেখানে মঞ্চ মাতানোর কথা পপ তারকা শাকিরার। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ ক্রান্তীয় ঝড়, বজ্রপাতের কবলে পড়তে পারে।

উদ্বোধনী ম্যাচের সময়ই মেক্সিকো উপকূলে ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। মেক্সিকো সিটির বেশ কিছু জায়গায় আগাম কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারী বর্ষণ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে

শহরের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মেট্রো চলেনি, বিভিন্ন রেল স্টেশন বন্ধ রাখতে হয়। বিশ্বকাপের সময় এমনটা হলে সমস্যায় পড়বেন সমর্থকেরা। শুধু উদ্বোধনী ম্যাচেই নয়, জুনের শেষ দিকে আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং উপকূলীয় অঞ্চলের আয়োজক শহরগুলোর ঝড়ের মুখে পড়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে আটলান্টা, বোস্টন, ডালাস, কানসাস সিটি, হিউস্টন, মায়ামি এবং নিউ জার্সিতে নিয়মিত বজ্রঝড় দেখা যায়। মেক্সিকো সিটি ও মন্টেইরো রয়েছে তালিকায়।

বিশ্বকাপের নিয়মানুযায়ী, নির্ধারিত দিনে ম্যাচ শেষ করা না গেলে পরবর্তী কোনও তারিখে বাকি খেলা হবে। খেলা ঠিক যে সময়ে বন্ধ হয়েছিল, সেখান থেকেই বাকি সময়ের খেলা শুরু হবে।

এবার টিকিট বিভ্রাটে ইরান

তিজুয়ানা, ৯ জুন : বিশ্বকাপের দু'দিন আগে টিকিট জটিলতায় ইরানি ফুটবলভক্তরা। ইরান ফুটবল সংস্থার অভিযোগ, তাদের সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ টিকিট বাতিল করে দিয়েছে ফিফা। বিশ্বকাপের যে কোনও ম্যাচে মুখোমুখি দুই দেশের সমর্থকদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার টিকিট বরাদ্দ করা থাকে। যাতে দুই দলের সমর্থকেরাই খেলা দেখতে পারেন, তার জন্য এই ব্যবস্থা। জানা গিয়েছে, ইরানের জন্য বরাদ্দ টিকিট বাতিল করা হয়েছে। ইরান ফুটবল সংস্থা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইরানের প্রচুর সমর্থক ইতিমধ্যেই খেলা দেখতে পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের জন্য বরাদ্দ টিকিট বাতিল করে দিয়েছে ফিফা। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কী ভাবে খেলা দেখবেন? স্টেডিয়ামেই তো ঢুকতে পারবেন না! ইরানের অভিযোগ, আমেরিকার চাপেই এই কাজ করেছে ফিফা। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপ খেলতে মেক্সিকোয় পৌঁছেছে ইরান। কিন্তু তার আগেই ইরানকে বার্তা পাঠিয়ে আমেরিকা জানিয়েছে, সে দেশে ম্যাচ খেলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইরানকে শহর ছাড়তে হবে। আবার নির্দিষ্ট দিনে পরের ম্যাচ খেলতে নামবে তারা। বিষয়টি নিয়ে একেবারেই খুশি নয় ইরান।

ক্রিকেটে মাতলেন কেন-বেলিংহ্যামরা

ভাঙা চোয়ালেই বিশ্বকাপে স্পেন্স

কানসাস সিটি, ৯ জুন : গত মাসে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে চোয়ালের হাড় ভেঙেছিল। সেই ভাঙা চোয়াল নিয়েই বিশ্বকাপে মাঠে নামবেন ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার জেড স্পেন্স। সুরক্ষার জন্য অবশ্য চোয়ালে বিশেষভাবে তৈরি মাস্ক পড়বেন টটেনহ্যাম হটস্পার তারকা।

বল করছেন হ্যারি কেন।

প্রিমিয়ার লিগের ওই ম্যাচে চেলসির স্ট্রাইকার লিয়াম ডেলাপের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়েছিলেন স্পেন্স। যদিও লিগের শেষ ম্যাচে ওই বিশেষ মাস্ক পরেই মাঠে নেমেছিলেন ২৫ বছর বয়সি লেফট ব্যাক। স্পেন্স বলছেন, মাস্ক পরে খেলাটা বেশ অস্বস্তিকর, তবে পরিস্থিতি তো মেনে নিতেই হবে। আমার চোয়াল ভেঙে গিয়েছে। তাই পুরো বিশ্বকাপেই এই মাস্ক পরে খেলতে হবে। পুরোপুরি সেরে উঠতে প্রায় তিন মাস লাগবে। বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট মাঠের বাইরে বসে দেখার কোনও মানেই হয় না।

রসিকতার সুরে স্পেন্স আরও বলেছেন, চোয়ালে ব্যথা থাকলেও আমি সৌভাগ্যবশত ফুটবল খেলি পা দিয়ে! ফলে অসুবিধা থাকার কথা নয়। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুহেলের পছন্দের ফুটবলার স্পেন্স। তাঁকে রেখেই বিশ্বকাপের প্রথম এগারো বেছে নিতে চলেছেন টুহেল। আগামী ১৭ জুন, ডালাসে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইংল্যান্ড।

এদিকে, কানসাস সিটির বেস ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছে ইংল্যান্ড দল। স্থানীয় সোপ সকার ভিলেজে প্র্যাকটিস সেশনে ফুটবল ছেড়ে ক্রিকেটে মাতলেন হ্যারি কেন, জুড বেলিংহ্যামরা। হ্যারি কেনকে দেখা গেল লেগস্পিন করতে! পরে ব্যাটও করলেন। বাদ গেলেন না তাঁর সতীর্থরাও।

আমেরিকায় ব্রাত্য সোমালিয়ার রেফারি

নিয় ইয়র্ক, ৯ জুন : মাঠের বাইরের ঘটনায় এবারের বিশ্বকাপ শুরু থেকে চর্চায়। ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া সোমালিয়ার প্রথম রেফারি ওমর আরতানকে আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি দিল না ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। তাঁর কাছে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র 'নাগরিকত্ব' ইস্যুতে আমেরিকায় ঢুকতে পারলেন না ওমর। বাধ্য হয়েই বিশ্বকাপের রেফারিদের তালিকা থেকে ওমরকে বাদ দিয়েছে ফিফা।

বিশ্বকাপে বাদ ওমর।

আমেরিকার নিরাপত্তা বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ফ্লোরিডায় এসে পৌঁছনোর পর নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর কাছে তো বৈধ ভিসাও ছিল! তাহলে কেন তিনি ব্রাত্য? জানা গিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের জারি করা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্ত কয়েকটি দেশের একটি হল সোমালিয়া। সেখানে ভিসার বৈধতা নয়, বরং মার্কিন দেশে ঢোকার ক্ষেত্রে 'নাগরিকত্বে নিষেধাজ্ঞা' অগ্রাধিকার পায়।

ফিফার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমেরিকায় প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় রেফারি ওমর আরতান বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করতে পারবেন না। আয়োজক দেশের অভিবাসন, ভিসা অনুমোদন বা খারিজের বিষয়ে ফিফার কোনও ভূমিকা নেই। সোমালিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এসএফএফ) এই ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা চেয়েছে ফিফার কাছে।

পর্তুগাল শিবিরে ভূমিকম্প-আতঙ্ক

ফ্লোরিডা, ৯ জুন : ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারছে পর্তুগাল। সোমবার রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের শিবির। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল কিউবার পশ্চিম উপকূলের কাছে। ফ্লোরিডা থেকে ৪০০ মাইল দূরে, ভূপৃষ্ঠের ১৬ কিলোমিটার নীচে। অরল্যান্ডো, মায়ামি এবং জ্যাকসনভিলেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। তবে আতঙ্কে পড়ে গেলেও রোনাল্ডোরা সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। কম্পন অনুভূত হয়েছে ফ্লোরিডায় ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি শিবিরেও। বুধবার কোস্টারিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন হ্যারি কেনরা। তার আগে ইংল্যান্ড শিবিরে আতঙ্ক ছড়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ভূমিকম্পের জন্য ইংল্যান্ড শিবির থেকে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ফুটবলারেরা সকলে নিরাপদে রয়েছেন। কয়েক দিন পর দল নিয়ে টুখেল চলে যাবেন কানসাস সিটিতে।

অনুশীলন শুরু নয়্যারের স্বস্তিতে কোচ নাগেলসম্যান

জার্মানির প্র্যাকটিসে ম্যানুয়েল নয়্যার।

শিকাগো, ৯ জুন : অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরেছেন ম্যানুয়েল নয়্যার। ৪০ বছর বয়সেও তিনিই কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের প্রথম পছন্দের গোলকিপার। কিন্তু কাফ মালসের চোটের কারণে বিশ্বকাপের আগে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচের কোনওটাই খেলেননি নয়্যার। যদিও মঙ্গলবার থেকেই সতীর্থদের সঙ্গে পুরোদমে প্র্যাকটিসে শুরু করে দিলেন অভিজ্ঞ জার্মান গোলকিপার।

রবিবার কুরাসাও ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে জার্মানি। নয়্যার আবার কেরিয়ারের পঞ্চম বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন। এদিন প্র্যাকটিসে যথেষ্ট সপ্রতিভ দেখিয়েছে তাঁকে। যা স্বস্তি দিচ্ছে নাগেলসম্যানকে। জার্মান কোচ বলছেন, নয়্যারের যা বয়স এবং অভিজ্ঞতা, তাতে প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলে সরাসরি বিশ্বকাপে নেমে পড়তে কোনও সমস্যা হবে না। কারণ কীভাবে চাপ সামলাতে হয়, সেটা ও ভাল করেই জানে।

কোচের সুরে সুর মিলিয়েছেন জার্মান দলের ডিরেক্টর রুডি ভয়লারও। প্রাক্তন জার্মান স্ট্রাইকারের বক্তব্য, প্র্যাকটিসে নয়্যারকে দেখে কোচ খুশি। কাফ মালসের চোটটা খুব একটা গুরুতর ছিল না। সামান্য বিশ্রামেই সেরে গিয়েছে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ওকে পাওয়া যাবে। এদিকে, আরেক প্রাক্তন জার্মান তারকা ফিলিপে লাম আবার জার্মান শিবিরকে বার্তা দিয়েছেন, জোশুয়া কিমিখকে মিডফিল্ডারের ভূমিকায় খেলানোর। লামের বক্তব্য, মূলত ডিফেন্ডার হলেও, বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে এই মরশুমের প্রায় সব ম্যাচেই মিডফিল্ডে খেলেছে কিমিখ। আলেকাজান্ডা পাভলোভিচের সঙ্গে ওর জুটি বায়ার্নকে প্রচুর সাফল্য দিয়েছে। পুরো মরশুমেই মিডফিল্ডারের ভূমিকায় কিমিখ ছিল অসাধারণ। তাই বিশ্বকাপেও ওকে মিডফিল্ডে খেলানো উচিত।

ফিফা প্রেসিডেন্ট জিওভান্নি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে মামলা মিশেল প্লাতিনির

নেইমারের উন্নতি, চোট সারাতে নাসার প্রযুক্তি

মেডিক্যাল টিমের কড়া নজরদারিতে চলছে নেইমারের ফিট হয়ে ওঠার লড়াই।

নিউ জার্সি, ৯ জুন : বিশ্বকাপ শুরুর দু'দিন আগে নেইমারকে নিয়ে স্বস্তির খবর দিল ব্রাজিল। পায়ের পেশিতে চোটের জায়গায় নতুন এমআরআই স্ক্যানের যে রিপোর্ট হাতে এসেছে তাতে স্পষ্ট, ৩৪ বছরের তারকা চিকিৎসায় দ্রুত উন্নতি করছেন। ব্রাজিল দলের মেডিক্যাল স্টাফ জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার লক্ষ্যে নেইমারের রিকভারি সেশন নির্দিষ্ট নিয়মে চলবে। পাশাপাশি চোট সারাতে নাসার প্রযুক্তির সাহায্যও নিচ্ছেন ব্রাজিলীয় সুপারস্টার।

১৩ জুন মরক্কোর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল। সেলেকাওদের হেক্সা মিশনে নেইমারের মতো মহাতারকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি আশাবাদী, ২০২৩-এর অক্টোবর থেকে জাতীয় দলের হয়ে কোনও ম্যাচ না-খেলা নেইমার প্রথম ম্যাচে না হলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই হয়তো খেলতে পারবেন। স্ক্যান রিপোর্ট সেই সম্ভাবনাই জোরালো করল।

চতুর্থ বিশ্বকাপে অংশ নিতে চলা নেইমার চোটমুক্ত হয়ে দ্রুত একশো শতাংশ ফিটনেস ফিরে পেতে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছেন। যা নাসার প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো এসপোর্তে-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডান পায়ের কাফ মাসলের চোট দ্রুত সারাতে নাসার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তৈরি একটি বিশেষ অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ট্রেড মিল ব্যবহার করছেন নেইমার। গত কয়েকদিন এই যন্ত্রের সাহায্যে ট্রেনিং করেছেন তিনি। ট্রেড মিলের বিশেষত্ব হল, এটি শরীরের ওজনের একটি অংশ কমিয়ে দেয়। ফলে চোটের জায়গায় কম চাপ পড়ে এবং খেলোয়াড় স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম ঝুঁকিতে দৌড়তে পারেন। এদিকে, বিশ্বকাপের আগে নিজের হেয়ার স্টাইল বদলে ফেলেছেন নেইমার।

হ্যাটট্রিকের পর ওলিসেকে নিয়ে উচ্ছ্বাস এমবাপেদের।

ওলিসের দাপটে চূর্ণ আইরিশরা

লিলে, ৯ জুন : বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে ছন্দে ফ্রান্স। মঙ্গলবার কিলিয়ান এমবাপেরা ৩-১ গোলে হারিয়েছেন নর্দান আয়ারল্যান্ডকে। দুরন্ত হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের নায়ক মাইকেল ওলিসে। আগের প্রস্তুতি ম্যাচে আইভরি কোস্টের কাছে ১-২ গোলে হেরে গিয়েছিল দিদিয়ের দেশাঁর দল। ফলে এই জয় বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাস জোগাবে ফরাসি শিবিরকে।

ম্যাচের প্রথম দিকে অবশ্য আইরিশদের জমাট রক্ষণ ভেদ করতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছিলেন এমবাপেরা। ৪৩ মিনিটে উসমান ডেম্বেলের জোরালো শটে আইরিশ গোলকিপার পায়ার্স চার্লস বিভ্রান্ত হলে, ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়ান ওলিসে। ৪৯ মিনিটে মালো গুস্তোর ক্রস থেকে জোরালো ভলিতে ২-০ করেন সেই ওলিসে-ই। এরপর ৬৪ মিনিটে আইরিশদের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছিলেন প্যাট্রিক কেরি। যদিও ৭৫ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ওলিসে।

বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকারকে পেতে দলবদলের আসরে ঝাঁপিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এদিনের হ্যাটট্রিকের পর ওলিসেকে নিয়ে বায়ার্ন ও রিয়ালের টানাটানি আরও তুঙ্গে উঠবে। ম্যাচের পর ওলিসেকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন দেশাঁও। ফরাসি কোচের বক্তব্য, বিশ্বকাপে ওলিসেকে এই ছন্দেই দেখতে চাই। এই ম্যাচে ওর পারফরম্যান্সে আমি খুশি। শুধু তিনটে গোল করাই নয়, গোটা মাঠজুড়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেছে। ওর মতো ফুটবলার, যে কোনও দলের সম্পদ। এদিকে, ফরাসি শিবিরের জন্য বাড়তি সুখবর, চোট সারিয়ে ফিট ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা।

জয়ী স্পেন ও নেদারল্যান্ডস

পুয়েবলা, ৯ জুন : বিশ্বকাপের আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেল স্পেন। লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল মঙ্গলবার পেরুকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল করে স্পেনকে এগিয়ে দেন মিকেল ওয়ারজাবাল। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া তাঁর জোরালো শট জালে জড়িয়ে যায়। ৩২ মিনিটে ফেরান তোরেসের মাইনাস থেকে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পেদ্রি।

বিরতির পরে তৃতীয় গোল পায় স্পেন। ইয়েরেমি পিনোর অসাধারণ ক্রস পেরুর গোলরক্ষক পেদ্রো গায়েসের হাত ফস্কে সরাসরি জালে চলে যায়। ৬৬ মিনিটে পেরুর জাইরো ভেলেজ ব্যবধান কমালেও দলকে হারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। এদিকে, বিশ্বকাপের অন্য একটি প্রস্তুতি ম্যাচে নেদারল্যান্ডস ২-১ গোলে হারিয়েছে উজবেকিস্তানকে। ৩২ মিনিটে কোডি গাকপোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। কিন্তু ৮৭ মিনিটে মিডফিল্ডার গুস টিল লাল কার্ড দেখলে, ১০ জনে হয়ে পড়েছিল নেদারল্যান্ডস। সেই সুযোগে ৯২ মিনিটে ১-১ করে দেন উজবেকিস্তানের ইগর সের্গিভ। যদিও ৯৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ডাচদের জয় নিশ্চিত করেন গাকপো।

পেদ্রিকে অভিনন্দন সতীর্থের।

প্রস্তুতি ম্যাচে আজ নজরে মেসি

অবার্ন, ৯ জুন : আর্জেন্টিনার ম্যানেজার লিয়োনেল স্কালোনি কার্যত নিশ্চিত করেছেন, বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বুধবার আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি লিয়োনেল মেসিকে কিছুটা সময় খেলাতে চান। তবে এটাও স্কালোনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দলের সেরা ফুটবলারকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না তিনি। মেসির সঙ্গে কথা বলেই কোচ ঠিক করবেন, আট বারের ব্যালন ডি'অর জয়ীকে ঠিক কতটা সময় খেলাবেন, অথবা ঝুঁকি নিয়ে আদৌ তাঁকে খেলাবেন কি না! ১৭ জুন আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযানে নামার আগে যথেষ্ট সতর্ক আর্জেন্টাইন কোচ।

সোমবার আর্জেন্টিনার অনুশীলনে স্কালোনির যে সম্ভাব্য প্রথম একাদশ দেখা গিয়েছে, তাতে মেসি অবশ্যই ছিলেন। চোট সারিয়ে ফিট গঞ্জালো মন্টিয়েল, নাহুয়েল মোলিনা এবং নিকো পাজ খেলতে পারেন। আর্জেন্টিনার সমর্থকদের জন্য স্বস্তির খবর দিয়ে স্কালোনি জানিয়েছেন, তারকা স্ট্রাইকার জুলিয়ান আলভারেজ গোড়ালির চোট সারিয়ে ফিট হওয়ার পথে। যতটা সম্ভব তাঁকে বিশ্রাম দিতে চাইছেন স্কালোনি। তবে লিওনার্দো পারদেসের আরও কিছুটা সময় লাগবে।

তারকা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজের আঙুলের ব্যান্ডেজ শুক্রবার খোলা হবে। এরপরই জানা যাবে দিবুর ফিটনেসের সর্বশেষ পরিস্থিতি। ডিফেন্ডার লিওনার্দো বেলার্দি চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্ত আইসল্যান্ড ম্যাচের পরই ঠিক করবেন স্কালোনি।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি মেসির।